চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১৪ বৈশাখ – ২০ বৈশাখ, ১৪৩১ ঃ ২৭ এপ্রিল – ৩ মে, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 26, 27 April - 3 May, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রামনবমীতে গন্ডগোলের জেরে মুর্শিদাবাদের

শক্তিপুর ও বেলডাঙার দুই ওসিকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। কয়েকদিন আগে মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজিকেও সরিয়ে দিয়েছে কমিশন।

রবিবার : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্তভার পেয়ে আরও

একবার সন্দেশখালি গেল সিবিআই। বাড়ি বাড়ি গিয়ে আধিকারিকরা কথা বলেন অভিযোগকারীদের সঙ্গে। লিপিবদ্ধ করা হল ভুক্তভোগীদের বয়ান।

সোমবার : কলকাতায় একাধিক বেআইনি নির্মাণের হদিশ মিললেও

দায় নিতে চায় নি কেউ। গার্ডেনরিচ কান্ডে দুই ইঞ্জিনিয়ারকে শোকজ করে দায় সেরেছে পুরসভা। এবার এলবিএসদের নজরদারিতে রাখার নির্দেশ জারি হল।

মঙ্গলবার : বার বার চেয়েও এসএসসির থেকে বেআইনি ভাবে নিয়োগ করা শিক্ষকদের তালিকা না

পেয়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার রায়ে ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলটাই বাতিল করে দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। ফলে চাকরি গেল ২৫৭৫৩ জনের।

বুধবার : বার বার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও নিয়োগ দুর্নীতি মামলায়

সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি রাজ্য সরকার না দেওয়ায় শেষ সুযোগ দিল হাইকোর্ট। ২ মে উত্তর না পেলে মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে রুল জারি হবে।

বৃহস্পতিবার : সুজয় ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠ ফরেন্সিক

তদন্তে মিলে গেছে বলে পাঁচ পাতার রিপোর্টে কলকাতা হাইকোর্টে জানাল ইডি। তবে এত ছোট রিপোর্টে খুশি নন বিচারপতি। আগামী ১২ জুন বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইডিকে।

শুক্রবার : ওএমআর শিট নিয়ে নাজেহাল রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর।

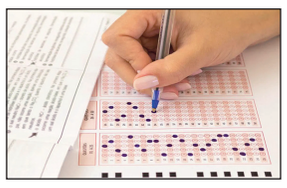

ওএমআর শিট তিন বছর সংরক্ষনের পুরানো নিয়ম পাল্টে ২০১৬ সালে করা হয় এক বছর। এবার সেই ওএমআর শিট বিপদে ফেলায় সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়িয়ে করা হল দশ বছর।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সন্দেশখালীতে বারুদের স্তূপ
বিস্ফোরক উদ্ধারে এনএসজির কমান্ডো

কুনাল মালিক : রাজনৈতিক উত্তাপ ও গরমের অসহ্য উত্তাপকে ছাড়িয়ে গেল সন্দেশখালীর সরবেড়িয়ার ঘটনা। আগে থেকেই সন্দেশখালিতে ইডির ওপর হামলার ঘটনায় সিবিআই ঘটনার তদন্ত করছিল। শুক্রবার সকালে সিবিআইয়ের পাঁচটি দল সরবেড়িয়াতে উপস্থিত হয়। শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা হাফিজুল খাঁর আত্মীয় আবু তালেব মোল্লার বাড়িতে সিবিআই হানা দেয়। ওই বাড়ির মেঝে খুঁড়তেই উদ্ধার হয় বিপুল অস্ত্র ভান্ডার। সিবিআই সূত্রের খবর এই খবর লেখা পর্যন্ত ১০ থেকে ১২টি বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র সহ প্রচুর কার্তুজ ও বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। হঠাৎই দুপুরের দিকে দেখা যায় সুসজ্জিত এনএসজি কমান্ডো বাহিনী রোবট এবং স্নিফার ডগ নিয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে। একটা নির্দিষ্ট এলাকা ঘিরে ধরে চলতে থাকে তল্লাশি। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে ঘটনাস্থলে প্রচুর বিস্ফোরক মজুত আছে। যেগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া খুবই বিপদজনক। তাই বিস্ফোরকগুলোকে ঘটনাস্থলেই নিষ্ক্রিয় করতে চাইছে এনএসজি বাহিনী। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এত বিস্ফোরক এবং আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এল কারাইবা মজুদ করল। গত পাঁচ জনুয়ারি সন্দেশখালীতে ইডির উপরে হামলা হয়েছিল। এই অস্ত্র ভাণ্ডার আড়াল করতে কি হামলা করা

হয়েছিল? উঠছে প্রশ্ন। শাহজাহান শেখ ও তার সাগরেদরা এখন জেলের মধ্যে। ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। তাই কি মজুদ অস্ত্র ভান্ডার গুলোকে কেউ সরাতে পারল না। তবে এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রাক্তন এনএসজি কর্তা দীপাঞ্জন চক্রবর্তী সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন, খুবই মারাত্মক এবং উদ্বেগের খবর। দিল্লির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সাধারণত কাশ্মীরের কিছু অংশ ছাড়া এনএসজি কমান্ডোকে ব্যবহার করেন না। তাহলে ভাবুন কত গুরুত্বপূর্ণ খবর যেখানে এন এস জিকে নামাতে হল। তার সঙ্গে আছে উন্নতমানের রোবট এবং স্নিফার ডগ। তিনি আরো বলেন, সন্দেশখালী শুধুমাত্র জমি মাফিয়া, মাছের ভেড়ি দখল, পিঠে খাওয়ার গল্প নয়। এখানে রাষ্ট্রদ্রোহী সন্ত্রাসবাদিদের আখড়া হয়ে উঠেছে। এ তো শুধু ট্রেলার। আগামীদিনে আসল সিনেমা দেখবে রাজ্যবাসী।

যখন এই লেখা লিখছি, তখনও এনএসজি তাদের উদ্ধার কার্য চালিয়ে যাচ্ছে। জানিনা আরো কত বড় দুঃসংবাদ বা উদ্বেগের খবর অপেক্ষা করছে।

ছবি : অরুণ লোধ

বিজেপির প্রার্থী বদল বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিজেপির আশঙ্কাই সত্যি হল। শুক্রবার ২৬ এপ্রিল বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস দেবাশীষ ধরের মনোনয়ন বাতিল করল কমিশন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নো ডিউস সার্টিফিকেট

দেওয়া হয় নি। বৃহস্পতিবার সিউড়ি জেলাশাসক দপ্তরে এসে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন বিজেপি নেতা দেবতনু ভট্টাচার্য। রাঢ়বঙ্গের কো-কনভেনর দেবতনু ভট্টাচার্য বলেছিলেন, দল নির্দেশ দিয়েছে সেইকারণে মনোনয়ন দাখিল করলাম। ২৩ এপ্রিল হাসনে মুখ্যমন্ত্রী জনসভায় মন্তব্য করেন যে, প্রাক্তন আইপিএস দেবাশীষ ধরকে এখনো রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কোন ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়নি। বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হলেন দেবতনু ভট্টাচার্য।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে একজন পদত্যাগ করা সরকারি কর্মচারিকে নো ডিউস সার্টিফিকেট না দেওয়াটা অনৈতিক কাজ। আসলে রাজনীতির বাজারে সৌজন্য হারিয়ে বসে আছে শাসকদল। সরকার হয়ে গেছে তারই দোসর।

ম্যাচ টু ম্যাচে ম্যান মার্কিং
কমিশনের স্ট্রাটেজি সফল হলে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে না বাঙালিকে

দ্বিতীয় দফার সকালে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরে শিলিগুড়ির জগদীশচন্দ্র স্কুলে চলছে ভোট — নিজস্ব চিত্র

শক্তি ধর : ফুটবলের ময়দানে নামকরা কোচেদের কতই না স্ট্রাটেজি দেখেছে বাঙালি। প্রতি ম্যাচে একই ছকে না খেলে ডায়মন্ড, ম্যান মার্কিং, বটল আপ প্রভৃতি ছক জয় করেছে ফুটবল পাগল বাঙালির মন। জয়জয়কার হয়েছে এইসব ছকের প্রবক্তা কোচেদের।

এবার বাংলায় লোকসভা ভোটের ময়দানে সেই স্টাইলেরই ছক দেখা যাচ্ছে কোচ নির্বাচন কমিশনের স্ট্রাটেজিতে। প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় দেখা মিলল সেই ম্যান মার্কিং ছকের। আরও, এআরও, সেক্টর অফিসার, পোলিং অফিসার, অবসারভার ও পুলিশকে নিজের নিজের পজিশনে রেখে সেন্ট্রাল ফোর্স টাইট মার্কিং-এ ঘিরে ধরলো বুথ চত্বর। ভোটার আর পোলিং এজেন্ট ছাড়া মাছিও গলতে দেওয়া হল না বুথের স্যানিটাইজড এরিয়াতে। ফলে গোলের ৮গজ বক্সের কাছাকাছিও পৌঁছাতে পারলো না দুর্দান্ত স্ট্রাইকার ভোট সন্ত্রাসীরা।

প্রত্যেক ম্যাচেই একজন না একজন ষ্টার প্লেয়ার থাকে। বাড়তি নজর রাখতে হয় তার উপর। প্রথম দফায় সেই ষ্টার কেন্দ্র ছিল কোচবিহার। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার থাকলেও তাই কোচবিহারেই ম্যান মার্কিং ছিল লক্ষ্য করার মত। অবশ্য গত বারের মাত্র ৫৪২৩১ ভোটের ব্যবধান এই কেন্দ্রে পুঁতে দিয়ে গিয়েছিল ভবিষ্যত টক্করের বীজ। ভোটের আগে তার দেখাও মিলেছিল নিশীথ-উদয়ন হানাহানিতে। তবে কমিশন কোচের স্ট্রাটেজি যে সফল তার প্রমাণ দিল তিন কেন্দ্রের নিরুত্তাপ ভোটকেন্দ্রগুলি। কোনো পক্ষই সেভাবে হিংসা ও অভিযোগ করতে পারে নি। পাশাপাশি বুথ চত্বরের বাইরে যা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে তার দায় গেছে রাজ্য পুলিশের ঘাড়ে।

এরপর ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় ম্যাচেও তেমন কোনো বদল হল না কমিশন কোচের স্ট্রাটেজিতে। বরং আগের ম্যাচের অভিজ্ঞতা নিয়ে ম্যান মার্কিং-এর সঙ্গে যুক্ত হল বোতলবন্দী ছক। আরও সেন্ট্রাল ফোর্স বাড়িয়ে বটল আপ করে ফেলা হল বুথগুলিকে।

এবারের মেগা ষ্টার কেন্দ্র বালুরঘাট। গতবার এখানে মাত্র ৩৩২৯৩ ভোটের ব্যবধানে অর্পিতা ঘোষকে হারিয়েছিলেন বিজেপির বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তবে এবার সব থেকে বেশী স্পর্শকাতর বুথ দার্জিলিংয়ে। ফলেদার্জিলিংও এবার ষ্টার প্লেয়ারের তকমা পেয়েছে। ফলে দ্বিতীয় দফাতেও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে দুই তারকাকেই সফল ভাবে ম্যান মার্কিং-এ বোতলবন্দি করল কোচ কমিশন। এরপর পাঁচের পাতায়

বঙ্গ রাজনীতিকদের দুর্নীতির কোপে
মরণের পথে গরিবের শিক্ষা

ওঙ্কার মিত্র

গত কয়েক মাসে বাংলার প্রত্যন্ত তফশিলী ও জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলি ঘুরে এটা উপলব্ধি হয়েছে যে বাংলার গরিব নিম্নবিত্ত মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্জলিযাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছে। কোথাও পড়ুয়া আছে কিন্তু কাছাকাছি স্কুল নেই, কোথাও স্কুল আছে তো পড়ানোর লোক নেই, কোথাও শিক্ষক আছে তো পরিকাঠামো নেই, আবার কোথাও শিক্ষক পরিকাঠামো দুই আছে কিন্তু পড়ুয়া নেই। চরম অব্যবস্থার একটা বিরাট ল্যান্ডস্কেপ। এসব দেখবে কে, শিক্ষা দপ্তর? তার বাবুরা তো ঠান্ডা ঘরে বসে টাকা কামাতে আর পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত। এসব এখন আর গোপন কথা নয়। শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের কুকীর্তির বিবরণ গড়গড় করে বলে দিচ্ছেন এইসব প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরিব মানুষরাও।

যদিও এমনটা হবার কথা ছিল না। শিক্ষাবিদ আর ব্রিটিশ শাসকদের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষার যে উন্নতি হয়েছিল তার ধারা বজায় রাখারই কথা ছিল স্বাধীনতার পরে। ১৯৪৮ সালে গঠিত তারাচাঁদ কমিটি, ১৯৫২-৫৩ সালে গঠিত শিক্ষা কমিশন কতই না সুপারিশ করেছে শিক্ষার পুনর্গঠনে। শিক্ষানীতিও তৈরী হয়েছে। কিন্তু এই নীতিকে বানচাল করতে জোট বাঁধলেন দেশীয় রাজনীতিকরা। দল নির্বিশেষে বাংলায় এমন দুর্নীতির খেলা দেখানো শুরু হল যে গরিব মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থাটাই চলে গেল আইসিইউতে।

স্বাধীনতার পর বাঙালির শিক্ষা প্রথম ধাক্কা খেল দেশভাগের পর। অগণিত ছিন্নমূল মেধা তখন অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াইতে নেমে হারিয়ে ফেললো শিক্ষার অধিকার। এরপর সাত ও আটের দশকে কংগ্রেস শাসনে রাজনৈতিক ডামাডোল, গণ টোকাটুকি, বিদ্যালয়ে আক্রমণ কোনঠাসা করে দিল শিক্ষাকে। মেধা, পাশ, ফেলের কোনো গুরুত্ব রইল না। নকশাল দমনের নামে শেষ করে দেওয়া হল মেধাবী প্রজন্মকে।

এল বাম শাসন। তথাকথিত প্রগতিশীলরা সিলেবাস পাল্টে লাল করে দিল ইতিহাস। এরপর কম্পিউটার আগমনে বাধা আর বুনিয়াদি শিক্ষায় ইংরাজি তুলে দিয়ে শিক্ষার কফিনে দুটো বড় পেরেক পুঁতে দিল। সঙ্গে রইল শিক্ষাজগৎ নিজেদের করায়ত্ত করতে বল্গাহীন স্বজন পোষণ। আইসিইউ থেকে আর জেনারেল বেডে আর ফিরে এল না শিক্ষা।

এরপর বামেদের তাড়িয়ে যারা এল সেই তৃণমূলের তো জবাব নেই! সকলের অগোচরে টাকার বিনিময়ে আইসিইউতে এরপর পাঁচের পাতায়

সমবায়ে চূড়ান্ত অনিয়ম
আর্থিক সঙ্কটে মৎস্যজীবিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা : বাগদা ব্লকের অন্তর্গত আষাঢু অঞ্চলে হাসকুড়া জগদীশপুর ফিসার ম্যানস কো-অপারেটিভ সোসাইটির প্রাক্তন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম সহ অর্থ তছরুপের অভিযোগ উঠেছে। একে কেন্দ্র করে সম্প্রতি দুপক্ষের মধ্যে মারামারি ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এমনকি মামলাও দায়ের হয়েছে একাধিক। এর ফলে অসংখ্য মৎসজীবি পরিবার কর্মহীন হয়ে আর্থিক সঙ্কটের মুখে পড়েছে। এমনিতেই গ্রামে কাজ নেই। একশো দিনের কাজও বন্ধ। ভুক্তভোগী পরিবার গুলির সদস্যদের মধ্যে শ্যামল রায়, অমল রায়, অধিবাস সরকার, তপন সরকার, অভি তরফদার প্রমুখরা জানান, হাসকুড়া বাঁওড়ই তাদের জীবন-জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। প্রায় ২২০ বিঘা আয়তন বিশিষ্ট এই সুবিশাল বাঁওড়কে ঘিরে ১৯৭৬ সালে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারি অনুমোদনও পায়। সেসময় এই সংস্থার ম্যানেজার ছিলেন সমিতির সদস্য শান্তি বিশ্বাস। এরপর পাঁচের পাতায়

গোঁজ প্রার্থীর আশঙ্কা মতুয়াগড়ের ভোটে

কল্যাণ রায়চৌধুরী : এবারের অর্থাৎ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতি রীতিমতো উত্তাল। বিশেষ করে এই নির্বাচনে মতুয়াগড় আলোচনার শীর্ষে। সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে শাসকদলের মাথাব্যথা অনেকটাই কম। আইএসএফ যতই আলাদা প্রার্থী দিক না কেন শাসকদল বিশেষ চিন্তিত নয়। তাদের এখন মাথাব্যথার কারণ হল মতুয়াগড়। কারণ এই মতুয়াগড়ের বিরোধিতা বা সমর্থন রাজ্যের রাজনীতির পাশা। এই মুহূর্তে তৃনমূল ও বিজেপি একে অন্যের মূল প্রতিপক্ষ। এরই মধ্যে লোকসভা ভোটের মুখে নতুন করে ফাটলের ইঙ্গিত মতুয়াগড়ে। হঠাৎ করে সেখানে মাটি ফুঁড়ে ওঠার মতো গজিয়ে উঠেছে প্রার্থী।

মাত্র দু'দিন আগেই মতুয়াগড়ের তিন কেন্দ্র বনগাঁ, রানাঘাট ও কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে দলীয়ভাবে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে মতুয়াধর্মের অন্যতম সংগঠন শান্তি হরি মতুয়া ফাউন্ডেশন। সংগঠনের অন্যতম নেতা দেবব্রত রায় এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান। বনগাঁ লোকসভায় শান্তি হরি মতুয়া ফাউন্ডেশনের তরফে প্রার্থী হন সুমিতা পোদ্দার। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, মতুয়া সম্প্রদায়কে নিয়ে চলছে রাজনীতির ঘুরপাক। এতেই তিতিবিরক্ত হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভক্তদের একাংশ। ঠাকুর পরিবারে শান্তনু ঠাকুর বনাম মমতাবালা ঠাকুরের দড়ি টানাটানি একপ্রকার চরমে। শান্তনু ঠাকুর বিজেপির প্রার্থী হলেও তৃণমূলের প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। এর আগে পর্যন্ত তিনি বিজেপির বিধায়ক ছিলেন।

মতুয়া ফাউন্ডেশনের বক্তব্য, ভোটের আগে মতুয়া ভোট ব্যাঙ্ককে ব্যবহার করে সব দল। ভোটের পর সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে যায় তারা। বঞ্চনার প্রতিবাদেই ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত ফাউন্ডেশনের। তাদের বক্তব্য, 'ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা ব্যক্তিস্বার্থে আমাদের সমাজের কথা না বলে নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে গিয়েছে। কিন্তু আমরা হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের মূল আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।' তবে এ ব্যাপারে শান্তনু ঠাকুর তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'অন্তত পাঁচশো ভোট পেয়ে দেখাক। জামানত বাজেয়াপ্ত হবে।' মমতাবালা ঠাকুর বলেন, 'আমরা মতুয়ারা এখনও স্বতন্ত্র। কেউ কিছু করতে চাইলে সেটা তাদের ব্যাপার।' তবে বনগাঁ, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর এই তিন মতুয়া অধ্যুষিত কেন্দ্রে ভোট কাটাকাটির জন্য শান্তি হরি মতুয়া ফাউন্ডেশনের নামে তৃণমূল গোঁজ প্রার্থী দিল কিনা, এনিয়ে সন্দিহান রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।

আদর্শ আচরণবিধি জানা দরকার সবারই

ড. কেশবচন্দ্র মণ্ডল

সফল গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত হল নির্দিষ্ট সময় অন্তর হিংসামুক্ত পরিবেশে আইন সভার জন প্রতিনিধিদের নির্বাচন করা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের সপ্তদশ লোকসভার মেয়াদ সমাপ্ত হচ্ছে আগামী ১৬ জুন। সংবিধানের ৩২৪ নম্বর ধারা, ৮২ (২) নম্বর ধারা এবং ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৪ নম্বর ধারায় দেশের নির্বাচন কমিশনকে বর্তমান লোকসভার মেয়াদ সমাপ্ত হবার আগেই নতুন লোকসভা গঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। আর এই আইনের দ্বারা প্রদত্ত অধিকার ও ক্ষমতাবলে ভারতের নির্বাচন কমিশন কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে। লক্ষ্য একটাই– তাহল ভয়মুক্ত পরিবেশে জনগণ যাতে স্বেচ্ছায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ও উজ্জ্বল উৎসব লোকসভার ভোট।

লোকসভার মোট আসন৫৪৩টি। গত ১৯ এপ্রিল শুরু হয়েছে এই নির্বাচন। প্রথম পর্বে আমাদের রাজ্যের তিনটি আসনসহ মোট ২১টি রাজ্যে দেশের ১০২টি আসনে ভোট গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটসহ দেশের ১৩টি রাজ্যের মোট ৮৯টি আসনে নির্বাচন সবে সমাপ্ত হয়েছে। এই নির্বাচন জাতীয় স্তরে লড়াই হচ্ছে মূলত দুই যুযুধান পক্ষের মধ্যে যার একদিকে রয়েছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স বা এনডিএ; আর অন্যদিকে রয়েছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া) যার নেতৃত্ব দিচ্ছে জাতীয় কংগ্রেস দল। তবে আমাদের রাজ্যে লড়াইটা হচ্ছে মূলত বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী প্রাথমিকভাবে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্নে মসগুল হয়ে দলের সেকেন্ড ইন-কমান্ডকে নিয়ে বেশ কয়েকবার ইন্ডিয়া জোটের মিটিংয়ে ঘুর ঘুর করার পর যখন দেখল 'সে গুড়ে বালি' তখন আগে ভাগেই জোট থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় জোটসঙ্গী হবার অস্বীকার করছেন। বলছেন এ রাজ্যে জোট হয়নি। কিন্তু কেন্দ্রে সিপিএম, কংগ্রেসের সঙ্গে একসঙ্গে বসে কাটলেট খাওয়া ও গালগল্প করতে কোনও অসুবিধা বা ছুৎমার্গ নেই। অর্থাৎ এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস 'একলা চলো' নীতি নিয়েছে। জাতীয় স্তরে কংগ্রেস ও বিজেপির মৌখিক তরজা যেমন তুঙ্গে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে হিংসা, তু-তু- ম্যায় ম্যায় ও রাজনৈতিক অপরাধ ও আক্রমণ লাগাম ছাড়িয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। এখন এরাজ্যে বেনিয়মই সরকারি নিয়মে পর্যবসিত হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কাজের খবর

রেলে ৮৬১ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ পূর্ব–মধ্য রেলের নাগপুর ডিভিশন ও মোতিবাগ ওয়ার্কশপ অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৮৬১ জন লোক নিচ্ছে এইসব ট্রেডে: ফিটার, কার্পেন্টার, ওয়েল্ডার, সি.ও.পি.এ., ইলেক্ট্রিশিয়ান, স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ) / সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্লাম্বার, পেইন্টার, ওয়্যারম্যান, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স, ডিজেল মেকানিক, আপহোলস্টার (ট্রিমার), ড্রাইভার কামডাটা (ইংলিশ) / সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্লাম্বার, পেইন্টার, ওয়্যারম্যান, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক, ডাট্যান্ড মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স, ডিজেল মেকানিক (লাইট মোটর ভেহিক্যাল), মেশিনিস্ট, টার্নার, হসপিটাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট টেকনিশিয়ান, হেলথ স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, গ্যাস কাটার, স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি), কেবল জয়েন্টার, ম্যাসন, সেক্রেটারিয়েল প্রাক্টিস। কারা কোন ট্রেডের জন্য যোগ্য। কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। ওপরের ওইসব ট্রেডে আই.টি.আই. পাশরা আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ১০–৪–২০২৪এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, আর প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। সব ট্রেডই ১ বছরের। কোন ডিভিশনে কটি শূন্যপদ : নাগপুর ডিভিশনে শূন্যপদ ৭৮৮টি। এর মধ্যে ফিটার ৯০টি (জেনাঃ ৩৬, তঃজাঃ ১৪, তঃউঃজাঃ ৭, ও.বি.সি. ২৪, ই.ডব্লু.এস. ৯)। কার্পেন্টার ৩০টি (জেনাঃ ১২, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৮, ই.ডব্লু.এস. ৩)। ওয়েল্ডার ১৯টি (জেনাঃ ৮, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ২)। সি.ও.পি.এ. ১১৪টি (জেনাঃ ৪৬, তঃজাঃ ১৭, তঃউঃজাঃ ৯, ও.বি.সি. ৩১, ই.ডব্লু.এস. ১১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১৮৫টি (জেনাঃ ৭৪, তঃজাঃ ২৮, তঃউঃজাঃ ১৪, ও.বি.সি. ৫০, ই.ডব্লু.এস. ১৯)। স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ) / সেক্রেটারিয়েল অ্যাসিস্ট্যান্ট ১৯টি (জেনাঃ ৮, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ২)। স্টেনোগ্রাফার (হিন্দি) ৮টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। প্লাম্বার ২৪টি (জেনাঃ ১০, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৬, ই.ডব্লু.এস. ২)। পেইন্টার ৪০টি (জেনাঃ ১৬, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১১, ই.ডব্লু.এস. ৪)। ওয়্যারম্যান ৬০টি (জেনাঃ ২৪, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৬)। ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ১২টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১)। ডিজেল মেকানিক ৯০টি (জেনাঃ ৩৬, তঃজাঃ ১৪, তঃউঃজাঃ ৭, ও.বি.সি. ২৪, ই.ডব্লু. এস. ৯)। আপহোলস্টার (ট্রিমার) ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। মেশিনিস্ট ২২টি (জেনাঃ ৯, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৬, ই.ডব্লু.এস. ২)। টার্নার ১০টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু. এস. ১)। ডেন্টাল ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ১টি (জেনাঃ)। হসপিটাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট টেকনিশিয়ান ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। হেলথ স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। গ্যাস কাটার ৭টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। কেবল জয়েন্টার ১০টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১)। ড্রাইভার কাম মেকানিক ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। মেকানিক মেশিন টুল মেন্টেন্যান্স ১২টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১)। ম্যাসন (বিল্ডিং কনস্ট্রাকটর) ২৭টি (জেনাঃ ১১, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৭, ই.ডব্লু.এস. ৩)। মোতিবাগ ওয়ার্কশপে শূন্যপদ ৭৩টি। এর মধ্যে ফিটার ৩৫টি (জেনাঃ ১৪, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ৯, ই.ডব্লু.এস. ৪)। ওয়েল্ডার ৭টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। কার্পেন্টার ৪টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। পেইন্টার ১২টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১)। টার্নার ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। সেক্রেটারিয়েল স্টেনো (ইংরিজি) প্রাক্টিস ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১০টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: P/NGP/SAS/ 2024/16, Dated 08.04.2024. ১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড পাবেন, ২ বছরের আই.টি.আই. পাশদের বেলায় ৮,০৫০ টাকা ও ১ বছরের আই.টি.আই. পাশদের বেলায় ৭,৭০০ টাকা। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচ চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.২৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৯ মে পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: https:// apprenticeshipindia.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। দরখাস্ত করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। ফর্ম পূরণ করে পাঠাতে ও প্রিন্ট করতে কোনো অসুবিধা হলে সরাসরি ই–মেল করুন এই মেল আই.ডি.–তে: sand-eepm.1102@gov.in

৪,৬৬০ রেলে কনস্টেবল ও সাব–ইন্সপেক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি : কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদহ, গুয়াহাটি, পটনা, রাঁচি, চেন্নাই, আহমেদাবাদ, এলাহবাদ, বেঙ্গালউরু, ভুবনেশ্বর, বিলাসপুর, মুম্বই, মজঃফরপুর, সেকেন্দরাবাদ, আজমীর, জম্মু–কাশ্মীর, চন্ডীগড়, ভোপাল, গোরক্ষপুর ও তিরুবনন্তপুরম রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে রেলের ১৭টি জোনে ২১টি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স ও রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোর্সে (মেট্রো রেল–সহ) কনস্টেবল পদে ৪,২০৮ জন ও সাব–ইন্সপেক্টর পদে ৪৫২ জন ছেলেমেয়ে নেওয়ার জন্য অনলাইনে দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে ১৫ এপ্রিল থেকে। তপশিলীরা লম্বায় ৫ সেমি., বুকের ছাতিতে ৩.৮ সেমি. ছাড় পাবেন। গোর্খা হলে লম্বায় ২ সেমি ছাড় পাবেন। মেয়েদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭ (তঃজাঃ ও তঃউঃ জাঃ হলে ১৫২ গোর্খা হলে ১৫৫) সেমি আর ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চোখে চশমা, জোড়া–হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, ট্যারা দৃষ্টি, শারীরিক বিকৃতি থাকলে আবেদনের যোগ্য নন। বেসিক পে: ২১,৭০০ টাকা। শূন্যপদ: ৪,২০৮টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ৩,৫৭৭টি (জেনাঃ ১,৪৫০, তঃজাঃ ৫৩৬, তঃউঃজাঃ ২৬৮, ও.বি.সি. ৯৬৬, ই.ডব্লু.এস. ৩৫৭)। মেয়েদের জন্য ৬৩১টি (জেনাঃ ২৫৬, তঃজাঃ ৯৫, তঃউঃজাঃ ৪৭, ও.বি.সি. ১৭০, ই.ডব্লু. এস. ৬৩)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 02/2024. প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে। তারপর শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন হবে।

লিখিত পরীক্ষায় ১২০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং ৩৫টি প্রশ্ন, (২) অ্যারিথমেটিক–৩৫টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস–৫০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। লিখিত পরীক্ষায় জেনারেল, ও.বি.সি. প্রার্থীরা ৪২ নম্বর আর তপশিলীরা ৩৬ নম্বর পেলে সফল হবেন। মোট শূন্যপদের ১০ গুণ প্রার্থীকে শারীরিক মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় ছেলেদের বেলায় থাকবে এইসব বিষয় : (১) ৫ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে ১,৬০০ মিটার দৌড়, (২) ৪ ফুট হাই জাম্প, (৩) ১৪ ফুট লং জাম্প। মহিলাদের বেলায় শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয় : (১) ৩ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়, (২) ৩ ফুট হাই জাম্প, ৯ ফুট লং জাম্প। (৩ প্রথমে দৌড়ে একবার করে সুযোগ পাবেন ও সফল না হলে বাতিল হবে। পরে ২ ইভেন্টে ২ বার করে সুযোগ পাবেন। সফল হলে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন। সাব–ইন্সপেক্টর: যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা ১–৭–২০২৪এর হিসাবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারেন। আর ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর, প্রাক্তন সমরকর্মী, বিধবা–বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলারা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬৫ সেমি, বুকের ছাতিনা–ফুলিয়ে অন্তত ৮০ সেমি. আর ফুলিয়ে ৮৫ সেমি. ও ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তপশিলীরা লম্বায় ৫ সেমি., বুকের ছাতিতে ৩.৮ সেমি. ছাড় পাবেন। গোর্খা হলে লম্বায় ২ সেমি ছাড় পাবেন। মেয়েদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭ (তঃজাঃ ও তঃউঃজাঃ হলে ১৫২, গোর্খা হলে ১৫৫) সেমি আর ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বেসিক পে:

৩৫,৪০০ টাকা। মোট শূন্যপদ: ৪৫ ২টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ৩৮৪টি (জেনাঃ ১৫৭, তঃজাঃ ৫৭, তঃউঃজাঃ ২৮, ও.বি.সি. ১০৪, ই.ডব্লু.এস. ৩৮)। মেয়েদের জন্য ৬৮টি (জেনাঃ ২৮, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. – ১৮, ই.ডব্লু.এস. ৭)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : 01/2024.

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে। তারপর শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন হবে।

লিখিত পরীক্ষায় ১ ২০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে – এইসব বিষয়ে: (১) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং – ৩৫টি প্রশ্ন, (২) অ্যারিথমেটিক–৩৫টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস–৫০টি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। লিখিত পরীক্ষায় জেনারেল, ও.বি.সি. প্রার্থীরা ৪২ নম্বর আর তপশিলীরা ৩৬ নম্বর পেলে সফল হবেন। মোট শূন্যপদের ১০ গুণ প্রার্থীকে শারীরিক মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় ছেলেদের বেলায় থাকবে এইসব বিষয় : (১) ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ১,৬০০ মিটার দৌড়, (২) ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি হাই–জাম্প, (৩) ১২ফুট লং জাম্প।

মহিলাদের বেলায় শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয়: (১) ৪ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়, (২) ৩ ফুট হাই জাম্প, (৩) ৯ ফুট লং জাম্প। দৌড়ে একবার সুযোগ পাবেন ও সফল না হলে বাতিল হবে। পরের ৩ ইভেন্টে (মেয়েদের বেলায় ২ ইভেন্টে) ২ বার করে সুযোগ পাবেন। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ মের মধ্যে। যিনি যে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দরখাস্ত করতে চান, সেই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে দরখাস্ত করবেন। এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (৩০ থেকে ৭০ কেবির মধ্যে) ও সিগনেচার (৩০–৭০ কেবির মধ্যে) আর কাস্ট সার্টিফিকেট (শুধুমাত্র তপশিলীদের জন্য) ৫০০ কেবির মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। যে ফটো স্ক্যান করবেন সেই ফটোর ১২ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন, পরবর্তী ধাপে পরীক্ষার জন্য লাগবে।

প্রথমে সংশ্লিষ্ট রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে দরখাস্ত করবেন। তখন ইউজার আই.ডি. ও পাশওয়ার্ড পাবেন। তারপর স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মী, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীদের বেলায় ২৫০) টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। সাধারণ প্রার্থীরা সি.বি.টি. পরীক্ষা দিয়ে থাকলে পরীক্ষা ফী থেকে ৪০০ টাকা আর তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী, মহিলা, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীরা সি.বি.টি. পরীক্ষা দিয়ে থাকলে ২৫০ টাকা ফেরৎ পেয়ে যাবেন (ব্যাঙ্ক চার্জ কেটে)। কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় কোন ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন: কলকাতা রেলওয়ে । রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbkolkata.gov.in, মালদহ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: : www.rrbmalda.gov.in, শিলিগুড়ি রেলওয়ে – রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: – www.rrbsiliguri.gov.in, রাঁচি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbranchi.gov.in, পটনা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbpatna.gov.in, গুয়াহাটি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbguwahati.gov.in, আহমেদাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় বাদ ওয়েবসাইটে: www.rrbahmedabad.gov.in, আজমীর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.nbajmer.gov.in, বেলায় এই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbnc.gov.in, ভোপাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbhopal.gov.in, ভুবনেশ্বর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbbs.gov.in, বিলাসপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbilaspur.gov.in, চণ্ডীগড় রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbcdg.gov.in, চেন্নাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbchennai.gov.in, গোরক্ষপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbgkp.gov.in, জম্মু–শ্রীনগর রেলওয়ে রিক্রুক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbjammu.nic.in, মুম্বই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbmumbai.gov.in, মজঃফরপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbmuzaffarpur.gov.in, সেকেন্দ্রাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbsecunderabad.gov.in, তিরুবনন্তপুরম রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় ওয়েবসাইটে : www.rrbthiruvananthapuram.gov.in. প্রয়াগরাজ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbald.gov.in

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৭ এপ্রিল – ৩ মে, ২০২৪

মেষ রাশি : হঠাৎ রেগে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। সঞ্চিত অর্থের অপচয় বা অপব্যয় না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকুন। অন্যমনস্কতার দরুণ কোনও কার্যে মনোনিবেশ করার জন্য সতর্কতার প্রয়োজন হবে স্বাস্থ্যের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে আইনি জটিলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : কালো ছাতা ও জুতো দান করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসার জন্য বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। অর্থহানির সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি। চাকরি বা কর্মক্ষেত্র বহু জাতিক সংস্থার সুযোগ লাভের সম্ভাবনা। ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য বিলম্ব।

প্রতিকার : রাত্রে মাথার কাছে দুধের বাটি রাখুন এবং সকালে গাছে ঢালুন।

মিথুন রাশি : সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্যের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করে, সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। লটারি বা ফাটকা অর্থের জন্য বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। সন্তানের জন্য অর্থব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : সূর্য চালিশা পাঠ করুন।

কর্কট রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে সুফল লাভে বিলম্ব। কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে মানহানি ও মামলা পর্যন্ত হতে পারে। সাংসারিক অভাব অনটন বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : কোনো অকার্যকর মুদ্রা বহমান জলে নিক্ষেপ করুন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। প্রতিবেশিদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। অন্যের সঙ্গে মনোমালিন্য থেকে বিরত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। গুরুজন দেহ আরোগ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। সন্তানের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : আপনি প্রতিদিন এলাচ খান।

কন্যা রাশি : কর্মস্থলে অপমানিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মসূত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনের থেকে বিরূপ আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধির সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। সঙ্গীত, নৃত্য বা বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শিল্পী সত্ত্বার বিকাশ। কর্মস্থলে আশানুরূপ ফল লাভে বিলম্ব। রাস্তায় সাবধানে চলুন।

প্রতিকার : বাড়িতে গৃহদেবতার লোহার মূর্তি পুজো করুন।

তুলা রাশি : যে কোনো কর্মে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাবোধ। কোনো বন্ধুর প্রতারনার শিকার হতে পারেন। উচ্চস্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি। দাম্পত্য শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গুরুজনদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্যের সম্ভাবনা। তবে অর্জিত অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। পদমর্যাদা ও দায়িত্ববৃদ্ধির সঙ্গে কর্মোন্নতি ও সঞ্চয়ের সুযোগ আসতে পারে। গুরুজনদের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মতবিরোধ।

প্রতিকার : নুন বর্জিত খাবার খান।

ধনু রাশি : সন্তান থেকে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি কর্মক্ষেত্রে ভাগ্যোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে বাহন ক্রয় করার সুযোগ আসতে পারে। শিল্পী সত্তার বিকাশ। সন্তানের জন্য মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বিষ্ণু বা শিব মন্দিরে গম, মুসুর ডাল, গুড়, ডালিয়া দান করুন।

মকর রাশি : পদোন্নতিতে বাধা। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনায় অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। পেশার পরিবর্তনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। সন্তানের যত্ন নিন।

প্রতিকার : সূর্য চালিশা পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মসূত্রে বদলির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। আত্মীয়–পরিজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : তিলের তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালান।

মীন রাশি : ব্যবসা ও চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফলের সম্ভাবনা। স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সন্তানের অতিরিক্ত জেদে সংসারে অশান্তির কারণ হতে পারে। অপরিচিত ব্যক্তির অযাচিত সাহায্য থেকে বিরত থাকুন। গবেষণার ক্ষেত্রে বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার :অকার্যকর মুদ্রা জলে নিক্ষেপ করুন।

শব্দবার্তা ২৯১

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অগাধ, গভীর ৪। অহংকারী ৫। পদ্মের মতো হাত ৬। পদবি বিশেষ ৭। তারের এক বাদ্যযন্ত্র ৯। অন্নসত্র ১১। কর্ণধার, মাঝি ১২। হাতমোজা।

উপর–নীচ

১। হুবহু ২। হতে, থেকে ৩। স্ত্রৈণ ৪। ভারিক্কি, অলঘু ৬। অকপট মন ৭। (আল.) কাজ আরম্ভের আড়ম্বর ৮। আনন্দ ১০। প্রয়োজনীয় অর্থ।

সমাধান : ২৯০

১। নগরপাল ৪। আভা ৬। বাজেট ৮। সরকার ১০। হরবোলা ১১।ইতর ১৩। তিন ১৪। শতর্ভিষক।

উপর–নীচ : ২। গতি ৩। পারাবার ৫। ভাজনা খোলা ৮। সমাজপতি ৯। কামাই ১০। হরকত ১২। মেষ।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশনে ৪০০ এক্সিকিউটিভ ট্রেনি

নিজস্ব সংবাদদাতা,মুম্বাই: নিউক্লিয়ার পাওয়ার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ‘এক্সিকিউটিভ ট্রেনি’ পদে ৪০০ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব শাখায়: মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল, ইলেক্টিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন,সিভিল। মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল, ইলেক্টিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৪ বছরের ডিগ্রি(বি ই/বি টেক/বি এসসি/ ইঞ্জিনিয়ারিং) কোর্স পাশরা ওট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে থাকলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার জন্য আবেদন করতে পারেন।

তবে প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা মেকানিক্যাল শাখার জন্য,

ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল বা, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা ইন্সট্রুমেন্টেশন শাখার জন্য, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা ইলেকট্রিক্যাল শাখার জন্য, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কন্ট্রোল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রার্থীরা ইলেক্ট্রনিক্স শাখার জন্য যোগ্য। সবক্ষেত্রে

প্রার্থীদের ২০২২/২০২৩/২০২৪ সালের ‘গেট’ পরিক্ষায় স্কোর করে থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০/৪/২০২৪ এর হিসাবে ২৬ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবে। মোট শূন্যপদের মধ্যে জেনাঃ ১৫৯,ই.ডব্লু.এস.৩৯, ও.বি.সি. ১০৯, তঃজাঃ৬১,তঃউঃজাঃ৩২। এর মধ্যে মেকানিক্যাল ১৫০টি (জেনাঃ৬০, ই.ডব্লু.এস.১৪, তঃজাঃ ২৩, তঃউঃজাঃ১২ ও.বি.সি ৪১) কেমিক্যাল ৭৩টি(জেনাঃ২৯, ই.ডব্লু.এস.৭,তঃজাঃ ১১, তঃউঃজাঃ ৬, ও.বি.সি. ২০)। ইলেক্ট্রিক্যাল ৬৯টি (জেনাঃ ২৭, ই.ডব্লু.এস. ৭, তঃজাঃ ১১, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি ১৯) ইলেক্ট্রনিক্স ২৯টি (জেনাঃ ১২, ই.ডব্লু.এস. ৩, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৮)। ইন্সট্রুমেন্টেশন ১৯টি (জেনাঃ ৭, ই.ডব্লু.এস. ২, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৫)। সিভিল ৬০টি (জেনাঃ ২৪, ই.ডব্লু.এস. ৬, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৬)। শুরুতে ১ বছরের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ৫৫,০০০ টাকা। তাতে সফল হলে ‘সায়েন্টিফক অফিসার /সি’ পদে চাকরি পাবেন। তখন মূল মাইনে : ৫৬,১০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: NPCIL/HQ/HRM/ET/2024/02। প্রার্থী বাছাই হবে ‘গেট’ পরিক্ষায় পাওয়া স্কোর দেখে। এরপর ইন্টারভিউ হবে ৩ থেকে ১৫ জুনের মধ্যে।

ইন্টারভিউয়ে সাধারন প্রার্থীরা ৭০% আর ই.ডব্লু.এস., তপশিলী, ও.বি.সি. রা ৬০% নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন। ইন্টারভিউয়ের কল লেটার ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত, এই ওয়েবসাইটে www.npcilcareers.co.in অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। তারপর পরিক্ষা ফী বাবদ ৫০০ টাকা (তপশিলি, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) অনলাইনে জমা দেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

জীবনদান

তীব্র গরমে মানুষের জন্য জলসত্রের ব্যবস্থা রায়দিঘী থানার পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : বৈশাখের তীব্র তাপদহে ভুগছে বাংলা।আর এই গরমে সাধারণ মানুষের তৃষ্ণা নিবারনে এগিয়ে এলো পুলিশ।প্রশাসনের কাজের পাশাপাশি সামাজিক কাজে ও এগিয়ে এলো তাঁরা। জল দান, জীবন দান। এই তীব্র তাপপ্রবাহে পথ চলতি মানুষের মাঝে রায়দিঘী থানার উদ্যোগে বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং বাতাসা বিতরণ করা হলো মঙ্গলবার দুপুরে। এইদিন তীব্র তাপ প্রবাহের কারণে সুন্দরবন পুলিশ জেলার নির্দেশে রায়দিঘী থানার আইসি দেবর্ষি সিনহার তত্বাবধানে কাশিনগর বাজারে পথচারী, টোটো চালক, অটো চালক সহ বিভিন্ন পেশার মানুষের মাঝে পানীয় জল বিতরণ করা হয়।সুন্দরবন পুলিশ জেলার অ্যাডিশনাল এসপি কৌস্তবতীর্থ আচার্য, রায়দিঘী থানার আইসি দেবর্ষি সিনহা, রায়দিঘী থানার এস আই রাহুল রায় সহ অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বিশুদ্ধ পানীয় জল, বাতাসা বিতরণ করা হয়,এবং তীব্র তাপ প্রবাহকালে কি করণীয় তা সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সচেতনতামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়।গরমে পথ চলতি মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছে এক ফোঁটা জলের কারণে, তাই রায়দিঘী থানার আইসি দেবর্ষি সিনহার তত্বাবধানে মঙ্গলবার থেকে কাশিনগর বাজার এলাকায় পানীয় জল এবং বাতাসা বিতরণ করা হয়।এই ব্যবস্থা রায়দীঘি থানার বিভিন্ন জনবহুল মোড়ে করা হবে আগামী কয়েক দিন বলে জানা গেল।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে জলছত্র

অভীক মিত্র, বীরভূম : প্রচন্ড গরমে পুড়ছে বীরভূম জেলা সঙ্গে লু বইছে। বৈশাখ মাসের তীব্র দাবদহে সকল পথচলতি মানুষের জন্য বীরভূম জেলার কীর্ণাহার স্পন্দন ফাউন্ডেশন উনিশে এপ্রিল কীর্ণাহার বাসস্ট্যান্ডে জলছত্রর ব্যবস্থা করে। কীর্ণাহার পথচলতি সকল মানুষের জন্য ও দোকানদার,বাস,ট্রাকচালক আরোহীদের শরবত বিতরণ করা হয়। কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে এই অবস্থাই স্পন্দন ফাউন্ডেশনের প্রচেষ্টা,তৃষ্ণার্থ পথচলতি মানুষদের কিছুটা হলেও তৃষ্ণা মেটানো। প্রায় দুই হাজার মানুষকে এই গরমে শরবত বিতরণ করতে পেরে সকল সদস্যরা খুব খুশি। সকল মানুষজন আমাদের এই কর্মসূচি দেখে আশীর্বাদ ও ভালোবাসা জানিয়েছে এটাই প্রাপ্তি বলে জানান সম্পাদক রনদেব দাস।

মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক পুলিশের জলসত্র

কল্যাণ রায়চৌধুরী : তীব্র তাপপ্রবাহ চলছে চারিদিকে। এই তাপপ্রবাহ উপেক্ষা করে ট্রাফিক পুলিশরা তাদের নিজের কাজ করে চলেছেন । প্রতিদিন রোদের মধ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন তারা। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনা বারাসাত জেলা পুলিশের অন্তর্গত মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে ট্রাফিক পুলিশদের জন্য এক জলসত্রের আয়োজন করা হয়। এই দিন মধ্যমগ্রাম চৌমাথায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ট্রাফিক পুলিশদের হাতে জল, ও আর এস, গ্লুকন ডি, ছাতা ও গ্লাভস তুলে দেওয়া হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাসাত পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক, সিভিক ভলেন্টিয়ার ও টি এইচ জিরা। এমনটাই জানালেন মধ্যমগ্রামের ট্রাফিক ওসির দায়িত্বে থাকা আইসি পদ মর্যাদার আধিকারিক দেবব্রত গিরি।

আগামী ৭ দিন তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি আবহাওয়া দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : তীব্র তাপপ্রবাহে গোটা রাজ্য হাঁসফাঁস করছে। সকলেরই প্রশ্ন কবে আসবে বৃষ্টি। কবে মিলবে স্বস্তি। কিন্তু সেরকম কোন সুখের খবর এই মুহূর্তে আবহাওয়া দপ্তর দিতে পারল না। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর, গোটা এপ্রিল মাস জুড়ে এবং মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এই পরিস্থিতি বদল হবার নয়। কলকাতার তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই ৪১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে গেছে। ১৯৮০ সালে এপ্রিল মাসে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ৪৪ বছর পর আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলাতে তাপপ্রবাহের লাল সর্তকতা জারি করা হয়েছে। দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং কলকাতায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। সারা রাজ্য জুড়ে এখন ৩৯ থেকে ৪২ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপপ্রবাহ চলছে। পশ্চিমী লু'র মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সর্বত্র। তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচতে চিকিৎসকরা নানা পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রথমত সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত একান্ত দরকার না থাকলে বাইরে বেরুতে নিষেধ করছেন চিকিৎসক মহল। যদি একান্তই বেরোতে হয় তাহলে অবশ্যই সুতির জামা ব্যবহার করুন, রোদ চশমা ব্যবহার করুন, মাথায় অবশ্যই ছাতা ব্যবহার করবেন এবং সঙ্গে পর্যাপ্ত জল রাখবেন মাঝেমধ্যেই জল পান করতে হবে। রাস্তার কাটা ফল কিংবা ঠান্ডা জল কখনোই খাবেন না। মসলাদার খাবার এড়িয়ে হালকা ধরনের খাবার খেতে হবে। মরশুমী ফল খেলে ভালো হয়। তাপপ্রবাহের সময় সকাল দুপুর এবং রাত্রে ঠান্ডা জলে স্নান করলে শরীর ভালো থাকবে।

নগদ ১৩ হাজার টাকা, ১৮০ গ্রাম হেরোইন সহ গ্রেপ্তার ২

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : আবারও বড়সড় সাফল্য পেল বারুইপুর পুলিশ জেলার ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ। ২৩ এপ্রিল রাতে গোপন সুত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১৮০ গ্রাম হেরোইন সহ নগদ ১৩ হাজার ৫০ টাকা বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি মামুদা লস্কর ও নূরমহম্মদ লস্কর নামে দুজন কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ধৃতদের সাথে আর কোন চক্র জড়িত রয়েছে কি না সেবিষয়ে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য ২২ এপ্রিল রাতে ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ ৩ দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করেছিল। ধৃতদের কাছ থেকে দুটি বেআইনি বন্দুক ও ৪ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছিল।

পুলিশ সুত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে গোপন সুত্রে খবর পেয়ে ঘুঁটিয়ারী শরীফ পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারীক সুকুমার রুইদাস এর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী মঙ্গলবার রাতে এলাকায় তল্লাশি অভিযানে নামে। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বাঁশড়া পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মাকালতলা গ্রামের সাবির লস্করের বাড়িতে

তল্লাশি অভিযান চালায়।তল্লাশি অভিযানে সেখান থেকে উদ্ধার হয় ১৮০ গ্রাম হেরোইন, ১ টি ছোট পকেট সাইজ কম্পিউটারাইজড ওজন মেশিন,১ টি ইলেকট্রনিক ওজন মেশিন এবং নগদ ১৩০৫০ টাকা। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক রামকুমার মন্ডল ঘুঁটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির এমন সাফল্যকে প্রশংসা করে বলেন, 'দুষ্কৃতিরা যাতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেই কারণে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান চলতে থাকবে।এছাড়াও এলাকায় শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় তারজন্য পুলিশ প্রশাসন বদ্ধ পরিকর।'

ক্রাইম ডেস্ক

ক্যানিং মহকুমা এলাকায় ৩ আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ৫ দুষ্কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কাজে যুক্ত দুষ্কৃতিরা দুষ্কর্মের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচার কাজেও যুক্ত ছিল এরা। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে ক্যানিং মহকুমা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় চিরুনী তল্লাশিচালায় ক্যানিং থানা ও ঘুঁটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ। ফলেও মেলে হাতেনাতে ৫ দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৫ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সুত্রের খবর,ক্যানিং থানার পুলিশ সোমবার রাতে গোপন সুত্রে খবর পেয়ে দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের ক্যানিং মাতলাব্রীজ সংলগ্ন শ্যামাপ্রসাদ কলোনিতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। সেখানে আজিবর মোল্লার বাড়িতে তল্লাশি অভিযানের সময় একটি বেআইনি বন্দুক ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়। গ্রেফতার করা হয় আজিবরকে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইসরাফিল শেখ নামে আরও এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে ক্যানিং থানার পুলিশ।ধৃত দুই দুষ্কৃতি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচার সাথে যুক্ত রয়েছে বলে পুলিশের দাবী।অন্যদিকে জীবনতলা থানার অধিনস্ত ঘুঁটিয়ারীশরীফ ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সুত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দাঁড়িয়া পঞ্চায়েতের ভলেয়ার তেঁতুলবেড়িয়া গ্রামে তোবারক আলি গাজীর বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেখানে দুটি বেআইনি বন্দুক,চার রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ।পাশাপাশি তোবারক আলি গাজীর তিন ছেলে আব্দুর রহমান গাজী,জিয়াউর রহমান গাজী ও মোজিবর রহমান গাজীকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সুত্রে আরও জানা গিয়েছে ধৃতরা কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পেল?কোন বিক্রির পরিকল্পনা ছিল কি না?ঘটনায় আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে সে বিষয়ে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানা ও ঘুঁটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ।

ভারসাম্যহীনকে ধর্ষণে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তের ১০ বছরের সাজা ঘোষণা করল কাকদ্বীপ আদালত গত ২০২১ সালে কাকদ্বীপের অক্ষয় নগর এলাকায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে ধর্ষণ করে ওই এলাকারই যুবক দেবা দাস ওরফে ঢলু এই ঘটনায় পরই গত ৩/৯/২০২১ তারিখ হারুর পয়েন্ট পোস্টাল থানায় ওই এলাকারই বাসিন্দা নান্টু দাস একটি অভিযোগ দায়ের করে সেই ঘটনাটি তদন্ত নেমে পুলিশ অভিযুক্ত ওই অভিজিৎ দাসকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার দিন অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিকে কাকদ্বীপ আদালতে তোলা হলে আদালত তার ১০ বছরের জেল ও নগর ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা ঘোষণা করে। আর যাতে খুশি ওই মানসিক ভারসাম্যহীন নির্যাতিতার পরিবার।

দেওয়াল লিখনের পরিবর্তে সচেতনতামূলক বার্তা

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : লোকসভা নির্বাচন দেওয়াল লেখনে ব্যস্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। তবে ব্যতিক্রম শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ১৫ নম্বর ওয়ার্ড। দেওয়াল লিখনের পরিবর্তে ওয়ার্ডের বিভিন্ন দেওয়াল জুড়ে সচেতনতা মূলক বার্তা কার্টুনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। দক্ষ কার্টুন আর্টিস্ট

নিজেদের দক্ষতায় সচেতনতামূলক বার্তা তুলে ধরেছেন। এই বিষয়ে ওয়ার্ডের একজন বাসিন্দা দিলীপবাবু জানান সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কথা ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের উদ্যোগেই বিষয়টি সম্পন্ন হয়েছে। তিনি এই বিষয়ে আরো জানান সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এর প্রাক্তন কাউন্সিলর অরবিন্দ ঘোষ দেওয়াল লিখনের পরিবর্তে সচেতনতামূলক প্রচারে আগ্রহী ছিলেন। তার এই ভাবনাকে সম্মান দিয়ে বর্তমান ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের উদ্যোগে দেওয়াল লিখনের পরিবর্তে কার্টুনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেয়ালে কার্টুনের মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা তুলে ধরা হয়েছে।

অভিজিৎ দাসের বিজেপির প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অত্যন্ত হট সিট ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে শেষমেষ বিজেপি প্রার্থী করেছে এলাকার ভূমিপুত্র অভিজিৎ দাস (ববি)কে। প্রসঙ্গত এই অভিজিৎ দাস ২০০৯ সাল এবং ২০১৪ সালে লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন বিজেপির প্রার্থী হয়ে। আরএসএস ঘনিষ্ঠ অভিজিৎ দাস শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তিনি জেলার সভাপতিও ছিলেন। যদিও তার প্রার্থী পদ নিয়ে প্রথমদিকে দলের অন্দরে একাংশের ক্ষোভ ছিল। ডায়মন্ডহারবার এবং বজবজ বিধানসভার মণ্ডলের কয়েকজন পদাধিকার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করেছিলেন। সূত্রের খবর তাদের সেই ক্ষোভ প্রশমিত হয়েছে। ২৩ এপ্রিল আমতলার জেলা নির্বাচনী কার্যালয়ে নির্বাচন নিয়ে একটি প্রস্তুতি বৈঠক হয়। যেখানে দেখা যায় বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ সরদার পুষ্পস্তবক তুলে দিচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসের হাতে। ডায়মন্ডহারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সব শীর্ষ নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস এই প্রসঙ্গে বলেন, দেখুন আমাদের বৃহত্তর দল বৃহৎ পরিবার, কিছু মনোমালিন্য অভিমান থাকবে আবার নির্বাচনের স্বার্থে সব মিটেও যাবে। কারণ আমাদের দলের কর্মীরা দেশের জন্য লড়াই করে। ব্যক্তি মানুষের জন্য নয়।

চন্দ্রবোড়ার কামড়, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: প্রচন্ড গরমের পাশাপাশি বিষধর সাপের উপদ্রব কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। ২২এপ্রিল রাতে চন্দ্রবোড়া সাপ কামড়ায় বধুকে। বর্তমানে ওই বধু ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় সুত্রে জানাগিয়েছে সোনারপুর থানার অন্তর্গত প্রতাপ নগরের বাসিন্দা গৃহবধু সন্ধ্যা মাইতি।

মঙ্গলবার রাত ১১ টা নাগাদ বাড়ির বারান্দা থেকে নীচে নামছিলেন। সেই সময় একটি বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ তার ডান পা জড়িয়ে ধরে কামড় দেয়।কোন মতে সাপটি ছাড়িয়ে চিৎকার করে উঠলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা দৌড়ে আসেন। উদ্ধার করে,স্থানীয় কালিকাপুর হাসপাতালে নিয়ে

যায়। সেখানে ওই বধু কে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক ১০ টি এভিএস দেওয়ায় হয়। পরে বধুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাতেই চিকিৎসকরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ওই বধু কে আরো ১০ টি এভিএস দেওয়া হয়।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ প্রজ্জ্বল সরকার জানিয়েছে, 'বধুকে ১০ এভিএস দেওয়া হয়েছে।তবে সকলকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।গরমে সাপের উপদ্রব বাড়লেও সাপের কামড়ের সংখ্যা অবশ্যই কমবে। রাতে পথ চলার সময় অবশ্যই আলো ব্যবহার জরুরী।রাতে মসারী টাঙিয়ে ঘুমানো প্রয়োজন। তাছাড়া কোন নোংরা ও জঙ্গল এলাকায় যাতায়াত করার আগে লাঠি দিয়ে দেখে নিতে হবে। সতর্কতা অবলম্বনের পরও যদি সাপের কামড়ের ঘটনা ঘটে তবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে নিকটবর্তী সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলেই হবে।ফলে একটু সচেতন ভাবে সতর্ক হলেই সাপে কামড়ানো রোধ করা সম্ভব'।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বিমান দুর্ঘটনা এড়াতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সরকারী সূত্রের সংবাদে প্রকাশ ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন–এর কম্যান্ডারদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যাঁরা সেই যোগ্যতার মানে পৌঁছাতে পারবেন না তাঁদের বিমানে উড়তে দেওয়া হবে না।

মদ্যপান লংক্রান্ত বিমান যিভাগীয় নিয়মাবলী অনুযায়ী দেশের চারিটি প্রধান বিমান বন্দরে পূর্ব মেডিক্যাল পরীক্ষার নিয়ম আবার কঠোরভাবে পালন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ক্রুরা সব নিয়মকানুন মেনে চলছেন কিনা তা দেখার জন্য রিজিওন্যাল অপারেশন্স ম্যানেজার আকস্মিকভাবে হাজির হয়ে যাচাই করবেন।

প্রত্যেকটি ফ্লাইটের আগে মুভমেন্ট কন্ট্রোলে প্রত্যেকটি পাইলটকে পূর্ব–ফ্লাইট নির্দেশ ও নিয়মাবলী জেনে নিতে হবে।

রানওয়ে–ভিসুয়্যাল–রেঞ্জ, অবস্থা না জেনে কাছাকাছি না আসার জন্য তাঁদের বিশেষভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

৮ম বর্ষ, ২০শে এপ্রিল ১৯৭৪, শনিবার, ২৩শ সংখ্যা, ৬ই বৈশাখ, ১৩৮০

বাসন্তীতে যুব–মাদার গোষ্ঠীর মারামারি,জখম ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : লোকসভা নির্বাচনের আগে আবারও বাসন্তীতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল শাসক দলের গোষ্ঠি কোন্দল। বিগত দিনের মতো এবারও উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে বাসন্তী। আশঙ্কার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। গত রবিবার রাতে শাসক দলের দুই গোষ্ঠির মারামারিতে বাসন্তীর ভাঙনখালি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনা গুরুতর জখম হয় যুব তৃণমূলকর্মী আব্দুল রফিক মোল্লা। দুজনের বিরুদ্ধে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই ঘরছাড়া ছিলেন যুব তৃণমূল কর্মী আব্দুল রফিক মোল্লা। কিছুদিন আগে তিনি বাড়িতে ফিরেছেন। গত রবিবার রাতে বাড়ির অদূরে কলতলা মোড়ে দোকানে বসেছিলেন। অভিযোগ সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত ১০/১২ জন দুষ্কৃতি ঘিরে ধরে তাকে। বেধড়ক মারধর করে, খুনের হুমকি দেয়। ঘটনার সময় চিৎকার চেঁচামেচি করলে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। আক্রান্ত যুব তৃণমূল কর্মী জানান, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আদি তৃণমূল আশ্রিত বেশকিছু দুষ্কৃতি এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। যুব তৃণমূল কর্মীদের উপর মারধর করছে, খুন করার হুমকি দিচ্ছে।' অন্যদিকে, বাসন্তী ব্লকের এক তৃণমূল নেতা জানান, এটি একটি পারিবারিক সমস্যা। তৃণমূল কংগ্রেসকে অযথা কালিমালিপ্ত করতে চাইছে বেশকিছু আইএসএফ কর্মী সমর্থক। কারণ লোকসভা নির্বাচনে তারা ঘোলা জলে মাছ ধরতে ব্যস্ত।'

বজবজে বিজেপির দেওয়াল লিখনে তৃণমূলের বাধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার লোকসভার অন্তর্গত বজবজ পুরসভার ১নম্বর ওয়ার্ডে ২১ এপ্রিল বিজেপির একটি দেওয়াল লিখনকে ঘিরে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপি সমর্থকদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রী সবিতা চৌধুরী অভিযোগ করেন, তাদের কর্মীরা যখন দেওয়াল লিখছিল ১নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পম্পা ঘোষের অনুগামীরা বিজেপিকর্মী সমর্থকদের হেনস্তা করে। এমনকী তাকে এবং তার অসুস্থ স্বামীকেও আক্রমণ করা হয়। সবিতা দেবীর দাবি যে দেওয়ালটিতে লেখা হচ্ছিল সেটি তাদের অবিভক্ত পরিবারের দেওয়াল। অন্যদিকে, পম্পা ঘোষ হেনস্তার অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি জানান, তাদের লেখা দেওয়াল বিজেপির লোকেরা মুছে দিয়ে বিজেপির নিজের দেওয়াল লিখছিল। তৃণমূল কংগ্রেস সবিতা চৌধুরীর ভাসুরের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিয়েছিল দেওয়াল লেখার। যদিও সবিতা চৌধুরী বলেন, নির্বাচন কমিশনের সিভিজেল অ্যাপে অভিযোগ করার পর কমিশনের লোকেরাই এসে দেওয়াল মুছে দিয়েছে এ ব্যাপারে আমাদের কোনও হাত নেই। সমস্ত বিষয়টি অভিযোগ আকারে বজবজ থানা এবং বজবজ ১ নম্বর ব্লকের বিডিওর কাছে জানাবেন বলে জানান।

দলীয় কর্মীকে ইডিয়েট বলে বিতর্কে শতাব্দী রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ এপ্রিল দুবরাজপুর ব্লকের হেতমপুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় নির্বাচনী প্রচার করার পর খাগেশ্বর শিবমন্দিরে পুজো দিয়ে জনসংযোগ সারার সময় এক তৃণমূল কর্মীর বিভিন্ন প্রশ্নে মেজাজ হারায় বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়। বালিজুড়ি পঞ্চায়েত এলাকায় কী কী উন্নয়ন হয়েছে সেই সঙ্গে জলের ট্যাঙ্কের বরাদ্দ হওয়া টাকা ফেরত গেল কেন সহ একাধিক প্রশ্ন ধেয়ে আসে তাঁর দিকে । সেই প্রশ্নতেই মেজাজ হারায় তিনি। তাঁকে বলতে শোনা যায়, "ইডিয়টের মতো কথা বলছেন আপনি একটা ইডিয়ট। প্রশ্ন করা তৃণমূল কর্মী সুনীল মন্ডল বলেন, যেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা বলতে দেওয়া হল না ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ ছিল শতাব্দী রায়।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ২৭ এপ্রিল – ৩ মে ২০২৪

দুর্নীতির হাঁড়িকাঠে

সারাদেশ উত্তাল পঁচিশ হাজার শিক্ষকের নিয়োগ বাতিলের সংবাদে। বহু মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মতোই সঙ্কটে পড়ল হাজার হাজার পরিবার। শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী–নেতারা কারাগারে থাকলেও লাগাম ছাড়া নিয়োগ দুর্নীতিতে কিছুমাত্র ছেদ পড়েনি। অনেকেই অভিযোগ করেন ডিআই অফিসে ফাইল নাড়াচাড়া করবে তখনই যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে গান্ধী নোট পৌঁছে দেওয়া হয়। বহু শিক্ষক–শিক্ষিকা ডিআই অফিস থেকে সহযোগিতা পান না বলে জানালেও গণমাধ্যমে সেসব বঞ্চনার কথা বলতে সাহস পান না। বিকাশ ভবনের ফাইল নড়াচড়া নিয়েও এমন অভিযোগ রয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আমলে এমনকী বাম আমলেও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বজনপোষণ কম হয়নি। সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের বছরের পর বছর রোদ, জল শীতের মধ্যে ধর্মতলায় দুঃসহ পরিবেশে ধরনা দেবার ঘটনা।

প্রশাসনের সক্রিয় মদত ও সাহায্য ছাড়া ভুয়ো শিক্ষক নিয়োগের ঘটনা ঘটতে পারত না। এ দায় বা দায়িত্ব তারা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গিয়ে আদালতের রায়কে উপহাস করছে। সত্যি কথা সত্যি হিসাবে বলবার ক্ষমতা হারিয়েছেন ভোটযুদ্ধের বহু রাজনীতিক। আটা–আর ভূষিকে মিশিয়ে দিয়ে যোগ্য শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করার মতো মহাপাপ আর হয় না। সামাজিক ও আর্থিক বিষয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া শিক্ষক পরিবার গুলির কথা আড়ালে চলে গেল আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে। আদালতকে সঠিক তথ্য না দিয়ে যোগ্য শিক্ষকদের প্রতি যে ক্ষমার অযোগ্য অন্যায় করা হল তার বিচার কে করবে। নির্বাচনের আতঙ্কে শিক্ষকদের কেন এর ব্যবস্থা জরুরিকালীন ভিত্তিতে করা হলেও যে অনৈতিক, অমানবিক মুখ দেশবাসী প্রত্যক্ষ করল তা ইতিহাস হয়ে রয়ে যাবে। অবিলম্বে যোগ্য অযোগ্য শিক্ষক পৃথকীকরণের দায়ভার সরকার অদালত ও তদন্তকারী এজেন্সিগুলি নিক। যারা রোদ জল উপেক্ষা করে ন্যায় বিচারের দাবিতে ধরনা দিয়ে চলেছেন তাদের সঙ্গে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যার সমাধান করুক রাজ্য সরকার। আদালতের রায়েই উত্তর ২৪ পরগনায় প্রাথমিক শিক্ষার ৮০০ জনের নিয়োগ প্রাপ্তি হল। দীর্ঘ ১৫ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর। বিচারকদের বলিষ্ঠতা ও সততা রাজ্যের শিক্ষিত সৎ চাকুরি প্রার্থীদের আগামী দিনে বঞ্চনার হাত থেকে মুক্ত করতে এটাই রাজ্যবাসী চায়। ভোট ময়দানের উত্তাপ প্রতিটি পরিবার যাতে শোকের করাল ছায়া হয়ে না দাঁড়ায় সে ব্যাপারে সবপক্ষের রাজনৈতিক দলের সদিচ্ছা জরুরি, প্রভাবশালীদের কবল থেকে মুক্ত হোক হাঁড়িকাঠে বদ্ধ শিক্ষিত যুবসমাজ।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

মধ্যমধর্মা ব্যক্তি মৃত্যুমূর্ছা অনুভবের পর কিন্নর–গন্ধর্বাদি লোকে শরীরপ্রাপ্তি অনুভব করে। পরে কোন পুন্যবান ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করে। এইভাবে প্রত্যেকে মরণ্মচ্ছা ভোগ করে পরে নিজ নিজ কর্মের উৎকৃষ্টতার তারতম্য অনুযায়ী পরবর্তী জীবনের সোপান তৈরী করে। যদিও জীবনের এইসব দৃশ্যাবলী কল্পনার দ্বারা গঠিত, এবং আদৌ সত্য নয়, কিন্তু জাতক তার কল্পিত জগতকে সত্য বলে মনে করে। আকাশসদৃশ বিমূর্ত্ত আত্মাই একমাত্র সত্য, এই তত্ত্ব না জানার ফলে কল্পনার জগতকে তারা মিথ্যা বলে বোধ করতেই পারে না। এই আমি মরলাম, যম আমাকে কর্মফল ভোগ করাচ্ছেন, স্বর্গ–নরক ভোগ করে এই আমি আবার জন্মাবার জন্য শস্যদানায় প্রবেশ করলাম, খাদ্যশস্য গ্রহণ করে পিতা ঔরসপুষ্ট হয়েছে, আমি সেই ঔরস হয়ে মাতৃ–জঠরে প্রবিষ্ট হলাম, কালক্রমে আমি ভূমিষ্ঠ হলাম। সেই নবজাতক ক্রমে কিশোর, যুবক, প্রবীন, বৃদ্ধ ইত্যাদি দশা অনুভব করতে মৃত্যু অনুভব করে। আবার যমদুয়ার, আবার পারলৌকিক ভোগ, আবার জন্মলাভের উদ্যোগ ইত্যাদি পরম্পরা চলতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিবেকজ্ঞান বা মোক্ষ লাভ না হয়, এই ভ্রমাত্মক খেলার অন্ত হয় না।প্রবুদ্ধ লীলা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, দেবি! সৃষ্টির আদিতে এই ভ্রম কিভাবে উৎপন্ন হয়? সরস্বতী দেবী বললেন, যে সব বৃক্ষ, পর্বত, আকাশ প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে তা বিশুদ্ধ চৈতন্যসার। বিশুদ্ধ চৈতন্যে এই সব মায়িক প্রতিভাস উদিত হয়। বিশাল চেতনাসম্পন্ন ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তিনি যে যে আকারে প্রকাশিত হন, সেই সেই নাম–রূপে আখ্যাত হন। ঈশ্বর বা চিদাকাশ হলেন বিশুদ্ধ চৈতন্যের প্রথম আবির্ভাব। জীবসমষ্টি রূপে তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মা, সৃষ্টির বাসনা তাঁর অন্তরে উদিত হয় প্রথমে। তাঁর সঙ্কল্পিত পদার্থসমূহও বর্তমান থাকে। তিনি স্বয়ং সংবিৎ। তাই বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে অনুপ্রবিষ্ট সেই চিদাকাশ দেহ–আবাসে অবস্থিতি পেয়ে ইন্দ্রিয়াদি বহিঃকরণ এবং বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে বাহ্যিক বিষয়সমূহ অনুভব করেন। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গুলি দর্শন–শ্রবণ ইত্যাদি কর্ম করার করণ বা যন্ত্র মাত্র। এইগুলি চেতন নয়, তাই বোধকর্তাও নয়, ভ্রমও তাই ইন্দ্রিয় অথবা মনের নয়। চিদাকাশ বা ঈশ্বর জলের সঙ্কল্পে স্বয়ং জল হন, বায়ুর সঙ্কল্প করে বায়ু হন। এইভাবে তিনিই সঙ্কল্প করেন এবং তিনিই সঙ্কল্পিত পদার্থ হন। সৃষ্টির প্রথমে চিদাকাশের সঙ্কল্প এবং তাঁর সঙ্কল্পিত পদার্থ আজও আছে। জীবসমূহ ঈশ্বরের সেই সঙ্কল্পজাত মিথ্যা জগতকে সত্য বলে বোধ করে চলেছে। সত্যের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া অবধি এই ভ্রমের উচ্ছেদ হয় না।বশিষ্ঠ বললেন, বিদূরথের মন মৃত্যুমূর্ছার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হল। মৃত্যুমূর্ছা কাটিয়ে বিদূরথের সূক্ষ্ম জীব যমপুরী উপস্থিত হলে, তাঁর পুণ্যকর্ম প্রভাবে এবং সরস্বতীর বর প্রভাবে যমরাজ তাঁকে তাঁর প্রাক্তন শবে গমন করার পরামর্শ দিলেন। বিদূরথের সূক্ষ্মজীব পুষ্পসজ্জিত পদ্মের শবে প্রবেশ করলেন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংকই নির্ধারণ করবে

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৪টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র একটি হট সিট। কারণ এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হয়েছেন দুবারের সাংসদ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন চিফ অভিষেক ব্যানার্জি। অন্যদিকে, তার বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন বিজেপির অভিজিৎ দাস (ববি), বাম প্রার্থী প্রতিকুর রহমান, আইএসএফ প্রার্থী মজনু লস্কর, এসইউসিআই প্রার্থী রামকুমার মণ্ডল। বাম দুর্গ হিসাবে পরিচিত ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র ২০০৯ সাল থেকে তৃণমূলের ঝড়ে ভেঙে খানখান হয়ে যায়। সেবার চারবারের সিপিএম প্রার্থী শমীক লাহিড়ীকে হারিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সোমেন মিত্র এই আসনে জয়লাভ করেন। ওই বছরই বিজেপির প্রার্থী ছিলেন অভিজিৎ দাস। ২০১৪ সালে ওই আসনে অভিষেক ব্যানার্জি তৃণমূলের হয়ে লড়াইয়ে নামেন। প্রায় ৭১ হাজার ভোটে জয়লাভ করেন তিনি। সেবারেও বিজেপির প্রার্থী ছিলেন অভিজিৎ দাস। কিন্তু তার স্থান ছিল তৃতীয়তে। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন সিপিএম প্রার্থী আবুল হাসনাত। ২০১৯ সালে অভিষেক ব্যানার্জি এই কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়লাভ করেন। তিনি ভোট পেয়েছিলেন প্রায় ৫৬ শতাংশ। কিন্তু এবার সিপিএমকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে বিজেপি প্রার্থী নীলাঞ্জন রায়। তিনি পেয়েছিলেন ৩৩শতাংশ ভোট। সিপিএম প্রার্থী ড.ফুয়াদ হালিম পেয়েছিলেন মাত্র ৭ শতাংশ ভোট। কংগ্রেস প্রার্থী সৌম্য আইচরায় মাত্র ১% ভোট পেয়েছিলেন। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে বাম এবং কংগ্রেস ক্রমশ শক্তি হারিয়েছে। বিজেপি এখন তৃণমূলের মূল প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে। তবে এই লোকসভা কেন্দ্রে সংখ্যালঘুদের ভোট একটা ফ্যাক্টর। এই লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা আসন আছে। সেগুলো হল সাতগাছিয়া, বজবজ, মহেশতলা, বিষ্ণুপুর, মেটিয়াবুরুজ, ফলতা ও ডায়মন্ডহারবার। এখানে ভোটার সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৯০ জন। সংখ্যালঘু ভোট প্রায় ৩৯ শতাংশ। ২০১৯ সালে আইএসএফ দলের তখন উদ্ভাবন হয়নি। এই আইএসএফ অনেকটাই বর্তমানে সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পেরেছে বলে রাজনৈতিক মহলের মত। যদিও আইএসএফের চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী এই লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যালঘু মানুষদের অনেককেই হতাশ করেছেন বলে রাজনৈতিক মহলের মত। কারণ এই কেন্দ্রে তিনি দাঁড়াবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষমেষ এই কেন্দ্র থেকে সরে গেছেন। তিনি প্রার্থী করেছেন মজনু লস্করকে। তিনি কতটা সংখ্যালঘুদের ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসাবেন সে নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অন্যদিকে, বাম প্রার্থী হয়েছেন প্রতিকুর রহমান। তরুণ এই প্রার্থী জানাচ্ছেন, তিনি মানুষের ভালই সাড়া পাচ্ছেন। যদি মানুষ ভোট দিতে পারেন তাহলে এবারে অঘটন ঘটতে পারে। বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস বলছেন, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। ডায়মন্ডহারবার মডেল নয় এটা ডায়মন্ড হারবাল সন্ত্রাসের মডেল। এখানে মানুষ নিজের ভোটটা নিজে দিতে পারলেই তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের দাবি, উন্নয়ন দেখে মানুষ ভোট দেবে। ৩৬৫ দিন আমরা মানুষের কাছে আছি তাই আমাদের জয় সুনিশ্চিত। ডায়মন্ডহারবার বিজিপির সাংগঠনিক জেলার সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি জুলফিকার শেখ জানালেন, এবার সংখ্যালঘুরা বুঝতে পেরেছে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের শুধুমাত্র ব্যবহার করেছে। তাই আমরা অনেকটাই আশাবাদী ৩৯ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটের মধ্যে ১০ শতাংশ ভোট বিজেপির ঝুলিতে যাবে। এই সংখ্যালঘু ভোটের ১০ থেকে ১৫ শতাংশ আইএসএফের ঝুলিতে যাবে। যদি জুলফিকার বাবুর এই পরিসংখ্যান মিলে যায় তাহলে তৃণমূলকে অস্বস্তিতে পড়তে হবে। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে এবং মানুষদের সঙ্গে কথা বলে যে সমস্ত সমস্যার কথা উঠে আসছে সেগুলো হল, সাতগাছিয়া বজবজ সহ বিভিন্ন এলাকায় সরকারি বাস পরিবহনের অভাব, পানীয় জলের সংকট এখনও দগদগ করছে, বিষ্ণুপুর বজবজ সহ বিভিন্ন এলাকায় কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, বড় বড় সরকারি হাসপাতালের ভবন থাকা সত্ত্বেও অভিজ্ঞ ডাক্তার না থাকায় রোগীদের হয়রান হতে হচ্ছে, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন নার্সিংহোমে গিয়ে মানুষজন ভর্তি হতে পারছেন না, কর্মসংস্থানের নতুন কোনও পরিকল্পনা নেই, এই সমস্ত বিষয়গুলি মানুষদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে। এই লোকসভা কেন্দ্রের ভোট একদম শেষ দফায় ১ জুন, অনেকটা সময় এখনো বাকি আছে। এর মধ্যে অনেক রাজনৈতিক সমীকরণের পট পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। তাই এখনই বলা যাবে না আগামী লোকসভা নির্বাচনে এই লোকসভা কেন্দ্রে কী হতে চলেছে। তবে একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়, সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কই এই লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের জয় পরাজয় নির্ধারণ করে দেবে।

অভিজিৎ দাস, অভিষেক ব্যানার্জি, প্রতিকুর রহমান

দীঘার পথে সবার মতে পদ্মের পাল্লা ভারী

নির্মল গোস্বামী

বেশ কয়েক মাস পর গত ৯ এপ্রিল গাড়ি নিয়ে রওনা দিলাম। গন্তব্য ছিল দীঘা। ক'দিন ধরে যা দাবদাহ চলছে তাতে করে বাইরে বের হওয়াই দায়। যাই হোক আমরা সকাল সাড়ে ৮টার মধ্যে কোলাঘাট পৌঁছে টিফিন সেরে আবার রওনা দিলাম। রাস্তার ধারে ধারে ভোট প্রচারের চিত্র তেমনভাবে চোখে পড়ছে না। এখনো অনেক দেরি তাই বোধ পার্টিগুলো তেমনভাবে প্রচারে নামেনি এখনো। একবার প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলির পোষ্টার চোখে পড়ল। বুঝলাম এটা তমলুক লোকসভার অন্তর্গত। রাস্তাঘাট অত্যন্ত ভালো। সকাল বেলায় রাস্তায় যান বাহনের ভিড় তেমন নেই। তাই ছেদহীন ভাবে গাড়ি চলছে। একটু চা খাবার জন্য গাড়ি থামালাম। দোকানে দু'চারজন ইয়ং ছেলে চা খাচ্ছিল আমার গাড়িতে প্রেস লেখা এবং গলায় প্রেস কার্ড দেখে একজন ছেলে জিজ্ঞাসা করল আপনাদের কোন চ্যানেল? আমি বলি আমাদের চ্যানেল নয় খবরের কাগজ। মাঝ বয়সি দোকানী রোগাপাতলা চেহারা। নাম এবং ভোটের হাওয়া কোনদিকে জিজ্ঞাসা করায় কিছুই বলতে চাইল না। জায়গাটার নাম বলল বাঁজবেড়িয়া। কাঁথি লোকসভার অন্তর্গত। চা খাচ্ছি, এমন সময় বছর পঁচিশের এক যুবক এল দোকানে। তাকে জিজ্ঞাসা করি এবার কে জিতবে বলে মনে হয়? প্রেসের লোক দেখে আগ্রহ নিয়ে কাছে এসে বলল এবার সৌমেন্দু জিতবে। যেভাবে চাকরি চুরি করেছে সরকার তাতে করে যুবকরা তৃণমূলকে ভোট দেবে না। বেশ সাহসী ছেলে। চুলের ব্যবসা করে। অল্প একটু জমিজমা আছে।

আবার আধ ঘণ্টা পরে ডাব খাবার জন্য গাড়ি থামালাম। বয়স্ক বৃদ্ধলোক রাস্তার ধারে ডাব বিক্রি করছেন। গ্রামের নাম কৃষ্ণপুর। হাওয়া কোনদিকে? বৃদ্ধ বলল শুভেন্দুর ভাই এবার জিতবে। আমি জিজ্ঞাসা করি কেন? বৃদ্ধ হেসে বলল এবার নানা জায়গায় দেখছি পদ্মফুলের প্রতি ঝোঁক।

কাঁথি ছাড়িয়ে মেরিন ড্রাইভ ধরে দীঘায় যাবো বলে স্থির করেছিলাম। তাই সহলার পথ ধরলাম। সহলা হয়ে মন্দারমণি যাওয়া যায়। খাল ধার দিয়ে ভাঙাচোরো সংকীর্ণ রাস্তা। সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পর সহলা বাজার এল। রাস্তার উপর বাজার বসেছে। ভীড়ের জন্য গাড়ি একটু থমকে আছে। বাঁদিকে কাঁচ নামিয়ে এক কলা বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করি দাদা ভোটের হাওয়া কোন দিকে? সঙ্গে সঙ্গে লোকটি জবাব দেয় এবার পদ্মফুল। বলল, আমি গুজরাটে ৬ বছর ছিলাম। ভাবলাম গুজরাট থেকে মোদীর ফ্যান হয়ে ফিরেছে বোধ হয়।

কাঁথির আগে নাচিন্দা পড়ে। নাচিন্দার মন্দির আছে। এখানে বেশ ভীড় হয়। গাড়ির জ্যাম ছিল। গাড়ি যখন দাঁড়িয়েছিল তখন একজনকে একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করি দাদা এবার কি পদ্মের চাষ ভালো হবে? আমার কথা শুনে ভদ্রলোক এক গাল হাসি উপহার দিল। যার অর্থ বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। প্রায় বেলা ১১টা নাগাদ মন্দরমণিতে এলাম। প্রচণ্ড রোদ। বীচে একটু ঘুরতে থাকল সঙ্গীরা। এই ফাঁকে এক ডাব বিক্রেতার সঙ্গে কথা হল। বললেন, হাওয়া এবার শুভেন্দুর দিকে। কি করে বুঝলেন? আমার এই কাছেই বাড়ি, গ্রামের সবাই বলাবলি করে তাই কানে আসে। বীচ থেকে উঠেই অনেক দোকান পড়ে বাঁদিকে। প্রায় দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। একটু এগিয়ে দেখি দোকানদাররা সব ক্যারাম খেলছেন। সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে ভোটের কথা জিজ্ঞাসা করি। অনেকে বলল সৌমেন্দুর পাল্লা ভারি। একজন হোমরা চোমরা গোছের লোক বলল যদি উত্তম বারিক প্রার্থী না থাকত তাহলে হাসতে হাসতে সৌমেন্দু জিতত। কিন্তু তৃণমূলের প্রার্থী খুবভালো মানুষ, তাই সন্দেহ আছে। যদিও উত্তম বারিক শুভেন্দুর হাতেই তৈরি। নিউ দীঘার একটি হোটেলে ঘর নিলাম। ম্যানেজার বললেন লড়াই খুব জোর হবে। ভদ্রলোকের দীঘাতেই বাড়ি। পরদিন সকালে সী বীচের একটু আগে এক দোকানে চা খেতে খেতে ভোটের কথা হল। অনেকেই বললেন এবার নতুন ফুল। ভিতর থেকে একটি ছেলে সে বেরিয়ে এসে বলল, তরুণ প্রজন্ম সব বিজেপি। কাছের একটি ঘুমটিতে টিফিন খেতে গেলাম। মহিলা দোকানদার পার্টির কথা বলতে চাইলেন না। এখানে ওদের দোকান ছিল। দিদির সমালোচনা করায় দিদির ভাইয়েরা দোকান ভেঙে দিয়ে ছিল। তবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান। আক্ষেপ করে বললেন সিপিএম এই নিউ দীঘার জায়গা অধিগ্রহণ করেছিল, আর তৃণমূল তা বিক্রি করছে কোটি কোটি টাকায়। ওদের যে জায়গার দাম সরকার ১২ হাজার টাকা দিয়ে ছিল। তার বর্তমান দাম ১২ কোটি টাকা। বিকেলে বীচ ধরে হাঁটতে হাঁটতে পুরনো দীঘায় এলাম। রাস্তায় গেরুয়া পরা এক ভিখারিকে পেলাম। সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে ভিক্ষে করছেন। বললেন বার্ধক্য ভয় পায় নে। স্ত্রী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায় নে। ঘরও দেয় নে। তাদের কেন ভোট দেবো? জল ফেরি করতে করতে এক যুবক বললেন, দীঘাতে সব দিদি, তবে জিতবে শুভেন্দুর ভাই। ঝাল মুড়ি বিক্রেতার মত সৌমেন্দু জিততে ভালো হয়।

উত্তম বারিক, সৌমেন্দু অধিকারী, উর্বশী ভট্টাচার্য

দেশ দেশান্তরে

যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ

সুমন্ত ভৌমিক

যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বৃহস্পতিবার ইসরায়েল–হামাস যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ ডেকেছিল। এর ফলে হাতাহাতি হয় এবং কয়েকজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ শেষ হবার অপেক্ষায় আছে। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমেস্টার শেষ হতে চলেছে এবং কিছুদিন পরই সমাবর্তন অনুষ্ঠান হবার কথা। ইসরাইল–হামাস যুদ্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইসরাইলের সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক ছিন্ন করুক এবং কয়েক মাসব্যাপী সঙ্ঘাতে সাহায্য করছে এমন সংস্থা থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নিক। এর মধ্যে কিছু ইহুদি শিক্ষার্থী বলছেন, এই বিক্ষোভ ইহুদি–বিদ্বেষের রূপ নিয়েছে। গ্র্যাজুয়েশন এগিয়ে এসেছে, অথচ তারা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পা রাখতে ভয় পাচ্ছেন। নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা হুমকি উপেক্ষা করে ছাউনি খাঁটিয়েছে। এই জায়গায় কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনেক শিক্ষার্থী তাদের পরিবারের সামনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে চলেছেন। আর সেই ছাউনি সরিয়ে নেয়ার জন্য কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পরেও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বোঝাপড়া অব্যাহত রেখেছে। ইতিমধ্যে ১০০ জনের বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ বলেছে, বস্টনের এমার্সন কলেজে রাতের মধ্যে ধর্না–শিবির থেকে ১০৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ৪জন পুলিশ আহত হয়েছেন। তবে এই আঘাত প্রাণঘাতী নয়। লস অ্যাঞ্জেলিস পুলিশ দপ্তর বলেছে, সাউদার্ন ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিক্ষোভ চলাকালে বুধবার রাতে আরো ৯৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জননিরাপত্তা বিষয়ক কেন্দ্রীয় দপ্তর জানিয়েছে, পুলিশ অফিসাররা ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যান এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবটের নির্দেশে ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করেন। ডেন উরকুহার্ট টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি বলেন, কর্মকর্তারা যদি বাহিনী নিয়ে না আসতেন তাহলে বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ থাকত। এই সমস্ত গ্রেপ্তারির কারণে আমার মনে হয় আরও বিক্ষোভ হতে চলেছে।

ট্রাম্পের শুনানি আদালতে

প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজের কৃতকর্মের জন্য ফৌজদারি মামলার অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি পাবেন কিনা, তা নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার দেশটির সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী প্রশাসনের পরিধির ওপর এই রায়ের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে, কারণ হোয়াইট হাউসে ফেরার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ট্রাম্প। ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফলাফল পাল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলাটি করেন জ্যাক স্মিথ। তবে ট্রাম্পের আইনজীবীদের যুক্তি, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে কৃতকর্মের জন্য পুরোপুরি দায়মুক্তি পাবেন ট্রাম্প।

এদিকে, গত মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটান আদালতে পর্নোগ্রাফি তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে বিপুল পরিমাণে ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে করা মামলার শুনানিতে সরকারি আইনজীবিরা অভিযোগ করেন, ফৌজদারি মামলা চলাকালে মামলাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয়ে কোন মন্তব্য না করতে আদালতের দেওয়া আদেশ ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করেছেন ট্রাম্প। এর আগে গত সোমবার মামলার প্রথম দিনের শুনানিতে সহকারী ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ম্যাথিউ কোলঅ্যাঞ্জেলো বলেন, ২০০৬ সালে স্টর্মি ড্যানিয়েলসের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের ঘটনা ধামাচাপা দিতে এক লাখ ৩০ হাজার ডলার দেন ট্রাম্প এবং ওই অর্থ আইনজীবীর ফি হিসেবে চালিয়ে দেন। প্রসঙ্গত, ট্রাম্পই যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি আদালতে ফৌজদারি অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন।

পাঠকের কলমে

স্টেট ব্যাংক আমতা শাখায় অদ্ভুত নিয়ম

স্টেট ব্যাংক আমতা শাখায় এখন চলছে এক অদ্ভুত নিয়ম। কাউন্টার থেকে গ্রাহকদের ১০ হাজারের নিচে কোন টাকা তোলা বা জমা করা যাচ্ছেনা। কাউন্টার থেকে সরাসরি গ্রাহকদের পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে নিকটবর্তী তাদের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে।গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে লিংক, হাতের ছাপ বা অন্য কিছু সমস্যা থাকলে, আবার তাদের ফিরে আসতে হচ্ছে মূল ব্যাংকের কাউন্টারে। এই গরমে একবার ব্যাংক, একবার গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র, করে করে গ্রাহকদের নাজেহাল অবস্থা। এই বিষয়ে ব্যাংকে কোন লিখিত নির্দেশিকা নেই। আমাদের প্রশ্ন, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক কি কেবল যাদের বেশি টাকা আছে তাদের জন্য? কেন জোর করে মূল ব্যাংকে পাশবই থাকা সত্ত্বেও, কম টাকা তোলা বা জমার জন্য গ্রাহকদের পাঠানো হচ্ছে গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে? এই নিয়ম কি, স্টেট ব্যাংক সব শাখায় প্রযোজ্য? নাকি এই নিয়ম কেবল আমতার জন্য? এমনিতেই আমতা শাখায় টাকা তোলা ও জমা দেওয়ার মাত্র একটি কাউন্টার, তার ওপর এই অদ্ভুত নিয়ম! এই বিষয়ে আমরা স্টেট ব্যাংক উদ্ধতন কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

দীপংকর মান্না
আমতা, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

অল্প জমিতে কম পুঁজিতে কুঁদুলি চাষে লক্ষ্মীলাভ

দেবাশিস রায় : খিদের পেটে গরম গরম ভাতের সঙ্গে আলু সেদ্ধ মাখা, ডাল আর অল্প একটু ভাজা হলেই বোধ হয় ছাপোষা পরিবারগুলির পুষিয়ে যায়। আবার সেই পাতে যদি সুস্বাদু কুঁদুলি ভাজা থাকে তাহলে তো খাবারের মজাটা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

বর্তমানে নিম্নবিত্ত বঙ্গবাসীর রসনাতৃপ্তির জন্য এই কুঁদুলির চাহিদা ক্রমবর্ধমান। বিশেষ করে, শহরাঞ্চল কিংবা মফস্বলের ধাবা সহ পথের ধারে খাবারের হোটেলগুলিতে কুঁদুলির চাহিদা সর্বাধিক। শুধু ভাজা হিসেবেই নয়; কচি কুঁদুলিও কাঁচায় খেতে বেশ তৃপ্তিদায়ক। সবুজ রংয়ের এই সবজির রাজ্যজুড়েই কমবেশি চাহিদা থাকায় বিভিন্ন জেলার চাষিদের মধ্যে কুঁদুলি চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের গাঙ্গেয় সমভূমি অধ্যুষিত এলাকায় কুঁদুলি চাষে উৎসাহ বেড়েছে। নদিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি জেলার কার্যত মাঝারি প্রকৃতির

জমিতে(মাটির জলধারণ ক্ষমতা মোটামুটি) অসংখ্য চাষি কুঁদুলি চাষ করছেন।কুঁদুলি (কুঁদুলি/কুঁদরি) যেহেতু লতানো উদ্ভিদ তাই এই সবজি চাষের জন্য জমিতে সারি সারি মাচা তৈরি করতে হয়।বাঁশের খুঁটি, কাবারি, কঞ্চি, নাইলন দড়ি, জাল প্রভৃতি উপকরণে তৈরি মাচা বেয়ে লতানো এই উদ্ভিদ উপরে ওঠে এবং ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।নিয়মিত সেচ, সার এবং কীটনাশক প্রয়োগ সহ নিয়মিত পরিচর্যা করলে প্রতিটি গাছ থেকে প্রায় সারাটা বছরই ফসল কমবেশি ফসল তোলা সম্ভবপর এবং এভাবে একই জমি থেকে একাধিক বছর ফসলও তোলা যায় বলে চাষিদের দাবি।যদিও চারা রোপণ, মাচা তৈরি সহ আনুসঙ্গিক খরচ প্রথমদিকে একটুআধটু বেশি হলেও ধারাবাহিক ফসল উৎপাদনের নিরিখে পরবর্তীতে পুষিয়ে যায়।উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার সীমান্তবর্তী গোপালনগর থানার আকাইপুর সন্নিহিত চামটা এলাকায় কয়েক বছর যাবৎ একাধিক কৃষক কুঁদুলি চাষ করছেন।এই মাঠে সেচের একমাত্র ব্যবস্থা হিসেবে ডিজেল স্যালো পাম্প রয়েছে।যার সাহায্যে মাটির গভীর থেকে জল তুলে চাষ করতে হয়।এখানেই বিস্তৃত মাঠজুড়ে শশা, রজনীগন্ধা ফুল, পটল, তিল প্রভৃতির পাশাপাশি কুঁদুলি চাষও হচ্ছে।চামটা মাঠপাড়ার প্রবীণ বাসিন্দা খালেক মণ্ডল জানালেন, তিনি মাত্র কাঠা পাঁচেক জমিতে কুঁদুলি চাষ করেছেন।তিনি সারাবছরই ফসল তুলে স্থানীয় পাইকারি বাজারে বিক্রি করেন।এই ফসলের বছরভর দামও বেশ সন্তোষজনক।এখনও প্রতি সপ্তাহে কুইন্টাল খানেক ফসল তুলতে পারেন বলে তাঁর দাবি।তবে, সারাবছর ফসল পেতে তাঁকে নিয়মিত সেচ, সার, কীটনাশক দেওয়ার পাশাপাশি গাছের পরিচর্যা করতে হয়।

কুলতলি বিডিও অফিসে মৎস্যজীবিদের স্মারকলিপি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি : এপিডিআরের উদ্যোগে সোমবার সুন্দরবনের মৎস্যজীবিদের পরিচয়পত্র ও ভাতার জন্য স্মারকলিপি প্রদান করা হল কুলতলি বিডিও অফিসে। সুন্দরবন অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের জীবন –জীবিকা নদী, সমুদ্র কেন্দ্রীক। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় তাঁরা জলে নামতে পারেন না। আর এই সময়ের জন্য সরকারি অনুদান আছে। কিন্তু সেই অনুদান সবার হাতে পৌঁছায় না। কারণ এদের অনেকেরই মৎস্যজীবির কার্ড, সমুদ্রসাথী কার্ড নেই।অনেকের হয়তো কার্ড আছে কিন্তু তার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। তারজন্য অনুদান পাচ্ছেন না। তাছাড়া বহু মহিলা আছেন যাঁরা নদীতে মাছ, মীন ধরে সংসার চালায়, কিন্তু তাঁদের কোন কার্ড নেই। তাঁদের সরকারিভাবে কোন কার্ড দেওয়া হয় না। সেই জন্য এরাও কোন অনুদান পান না। কোনরকম ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্ষতিপূরণ পান না। মাঝেমধ্যেই লাইসেন্স কার্ড না থাকার অজুহাতে তাঁদের হেনস্থা করা হয়। জলে নামতে দেওয়া হয় না।তাঁদের জীবন –জীবিকায় আঘাত পড়ে। এই সব মৎস্যজীবিদের পাশে থেকে দীর্ঘদিন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। আর এই সংগঠনের উদ্যোগে সোমবার প্রখর দাবদহকে উপেক্ষা করে মিছিল সহকারে কয়েকশো মৎস্যজীবিকে সঙ্গে নিয়ে কুলতলি বিডিও অফিসে স্মারকলিপি তুলে দিল এপিডিআর।এ ব্যাপারে

এই সংগঠনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মণ্ডল বলেন, আমরা এই সব মৎস্যজীবিদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে তাদের পাশে আছি। স্মারকলিপিতে উল্লিখিত দাবিগুলি হল বিকল্প কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে কোন মৎস্যজীবিকে নদী থেকে উৎখাত করা যাবে না।প্রত্যেক মৎস্যজীবিকে মৎস্যসাথী, সমুদ্র সাথী কার্ড দিতে হবে। যে সমস্ত মানুষ শুধু মাত্র নদী সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল তাদের প্রত্যেককে সমুদ্র সাথী প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। যাদের নতুন কার্ড নেই তাদের পুরনো কার্ডেই ভাতা দিতে হবে।এই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দেন বিডিও ।

আদর্শ আচরণবিধি জানা দরকার সবারই

প্রথম পাতার পর

অপরদিকে, গত ১৬ মার্চ অষ্টাদশ সাধারণ নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই সমগ্র দেশে লাগু হয়েছে আদর্শ আচরণবিধি। কি এই আদর্শ আচরণবিধি? আসলে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে নির্বাচনের প্রাক্কালে জাতীয় নির্বাচন কমিশন বেশ কতকগুলি বাধানিষেধ আরোপ করে। সেগুলিই হল আদর্শ আচরণবিধি। এই আচরণবিধি প্রতিটি রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত লোকজনকে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য গত ২ জানুয়ারি ভারতের নির্বাচন কমিশন সমস্ত রাজ্যের ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মুখ্যসচিব ও নির্বাচন আধিকারিকদের নির্দেশ দেন লোকসভার ভোট চলাকালীন দেশে আদর্শ আচরণবিধি কি হবে।

উক্ত নির্দেশিকায় বলা হয় যে, নির্বাচন চলাকালীন কোনও প্রকার নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা যাবে না বা কোনও ব্যক্তিকে আর্থিক অনুদান দেবার প্রতিশ্রুতি অথবা কোনও প্রকল্পের শিলান্যাস করা যাবে না। এমনকী প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্যের বা কেন্দ্রের বাজেটে বরাদ্দ করা হলেও তা নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে চালু করা যাবে না। কোনও কাজের অর্ডার আগে দেওয়া হলেও এই সময় তা চালু করা যাবে না। তবে পূর্বে সমাপ্ত হওয়া কোনও কাজের জন্য অর্থ রিলিজ করতে কোনও বাধা থাকবে না। কোনপ্রকার জরুরি অবস্থা বা অভূতপূর্ব প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে যেমন খরা, বন্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে দুর্গত জনগণকে ত্রাণ সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের প্রাক অনুমতি নিয়ে জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বয়স্ক ও দুঃস্থদের সাহায্য করা যেতে পারে। তবে তা কোনওভাবেই যেন এমন প্রচার করা না হয় যাতে সরকার ওই ত্রাণ বা পুনর্বাসনের কাজ করে ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে। সমস্ত রকমের এমপি, এমএলএদের নামাঙ্কিত চলমান যানবাহন যেমন জলের ট্যাঙ্ক, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদির উপর থেকে এবং কোনও এমপি'র এলাকা উন্নয়নের নামাঙ্কিত প্রকল্পকে এমনভাবে ঢেকে রাখতে হবে যেন তা তাদের পক্ষে প্রচার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বিবেচিত না হয়।

নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত কোনও আধিকারিক যদি তিনি বর্তমানে যে জেলায় কর্মরত আছেন, যদি সেটা তার নিজের জেলা হয়, তবে সেখানে থাকতে পারবেন না। পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর এবং তার থেকে উচ্চ পদস্থ সমস্ত অফিসারও নিজের হোম জেলায় পোস্টিংয়ে থাকতে পারবে না। আদর্শ আচরণবিধি লাগু হবার পর থেকেই নির্বাচনের কাজে কোনও সরকারি গাড়ি ব্যবহার করা যায় না। কোনও কেন্দ্র বা রাজ্যের মন্ত্রীকে তার ব্যক্তিগত কাজে যাতায়াতের জন্য নিজস্ব গাড়ি ব্যবহার করতে হবে। কোনও কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের মন্ত্রী নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত কোনও আধিকারিককে রাজ্যে বা নিজের নির্বাচন এলাকায় কোনও সরকারি কাজে আলাপ-আলোচনার জন্য ডাকতে পারবে না। মন্ত্রীরা কেবলমাত্র বাড়ি থেকে অফিসে যাবার জন্য সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতে পারবে। তবে আইনে বা নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, সরকারি কাজ ও রাজনৈতিক কাজ কোনভাবেই একসঙ্গে পরিচালনা করা যাবে না। কোনও ব্যক্তিগত কাজে বা সরকারি কাজে নির্বাচন চলাকালে রাজনৈতিক নেতারা কোনও পাইলট কার ব্যবহার করতে পারেন না। কোনও সরকারি কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য রাজনৈতিক নেতার ফটো বা ক্যালেন্ডার রাখা যাবে না। তবে রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, কবি, জাতীয় নেতার ছবি বা ক্যালেন্ডার রাখা যেতে পারে।

এখানেই শেষ নয়। নির্বাচন কমিশন যে করণীয় ও অকরণীয় বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করেছিল, সেখানে আরো কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিধিনিষেধের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে, কেবলমাত্র কোনও রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর নীতি, প্রকল্প ও কাজ নিয়েই সমালোচনা করা যাবে। তার ব্যক্তিগত জীবন, ধর্ম, জাতি, বর্ণ নিয়ে সমালোচনা করা যাবে না। আমাদের রাজ্যে সেভাবে দেখতে গেলে প্রায় প্রতিদিনই নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ হচ্ছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজনৈতিক শোভাযাত্রা বা পদযাত্রার সময় যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে হবে। নির্বাচনের দিন কেবলমাত্র ভোটার, প্রার্থী এবং তাদের পোলিং এজেন্ট ছাড়া এবং যাদের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমতিপত্র আছে, তারা বাদে কেউই নির্বাচনী বুথে প্রবেশ করতে পারবে না। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী, অন্য কোনও মন্ত্রী, এমপি বা এমএলএ'রা এই নিমন্ত্রণের বাইরে থাকেন।

যাইহোক মনে রাখতে হবে, সরকারি খরচে কোন প্রচার ও বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না। নির্দেশিকায় বিশেষভাবে বলা হয়েছে কোনও নেতা বা প্রার্থীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সমালোনা করা যাবে না। এছাড়াও কোনও দল বা তাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে অপ্রমাণিত অভিযোগ বিকৃত করে সমালোচনা করা যাবে না। কোনও মন্দির, মসজিদ, গির্জা বা গুরুদ্বারা অথবা কোনও ধর্মস্থানে গিয়ে বক্তৃতা করা, পোস্টার লাগানো বা গান করা যাবে না ভোটের প্রচারে। নির্বাচনকালে কোনও বেআইনী কাজ যেমন ঘুষ দেওয়া, প্রভাব খাটানো, ভোটারদের ভয় দেখানো, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে প্রচারকার্য চালানো এবং ভোটারদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সকাল ৬টার আগে ও রাত ১০টার পরে মাইক বাজানো যাবে না। নির্বাচন চলাকালে কোনও ব্যক্তিকে মদ বিতরণ করা যাবে না।

কিন্তু বাস্তব বড় কঠিন। অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে। এ রাজ্যের ভোটে কুকথা হবে না, মদ ও বিরিয়ানি বা মাংস খাওয়ানো হবে না, প্রচারে গিয়ে গালাগাল করা হবে না, ভোটারদের ভয় দেখানো হবে না, নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতা-খুন্তি নিয়ে তাড়া করা হবে না, উস্কানি দেওয়া হবে না, ভোটারদের অর্থ ঘুষ দিয়ে প্রভাবিত করা হবে না– এসব ভাবা যায়! নির্বাচন কমিশন যতই আদর্শ আচরণবিধি প্রনয়ন করুন না কেন পশ্চিমবঙ্গে এসব না ঘটালে নির্বাচনই হবে না। আসলে ক্ষমতায় টিকে থাকতে হবে তো। বেয়ারা, চালাও ফোয়ারা। নির্বাচনে হিংসা ও বর্বরতার পরিচয় দিয়ে রাজনীতির কারবারীরা এ রাজ্যের শিক্ষিত সুশীল সমাজের মাথা হেট করে দিয়েছেন দেশের অন্য অংশের বা বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছে।

তবে সুখের কথা, নির্বাচন কমিশন এসব বিষয়ে সম্যক অবহিত আছে। আর তাই 'cVIGIL নামে একটি অ্যাপ চালু করেছে। যেখানে যেকোনও নাগরিক আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ জানাতে পারবে। গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপেল প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপটি সহজেই ডাউনলোড করা যায়। অতএব এবার দেশের ৯০ কোটির অধিক ভোটার সতর্ক ও সচেতন ভোটারে পরিণত হয়েছে। অন্যায় ও আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন হলেই ফটো তুলুন, ভিডিও গ্রাফি করুন আর পাঠিয়ে দিন নির্বাচন কমিশন দপ্তরে। প্রতিটা অভিযোগের ট্রাক রাখুন। অ্যাকশন হবেই। অতএব রাজনৈতিক দল ও নেতারা এবার সাবধান।

বঙ্গ রাজনীতিকদের দুর্নীতির কোপে

প্রথম পাতার পর

লোক ঢুকিয়ে কেটে দিল অক্সিজেনের পাইপটা। শিক্ষা চলে গেল ভেন্টিলেশন। ছ-সাত বছর ধরে ভুয়ো শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা নিয়ে শেষ হয়ে গেল বেশ কয়েকটি প্রজন্ম। এসব না ভেবে আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে থাকা নেতা মন্ত্রী, আমলা মিলে নিলামে চড়িয়ে দিল শিক্ষকদের। পয়সা দাও, চাকরি দেব। ঘুষ দাও খুশীমত পোস্টিং দেব।

এসব চুরি যখন আদালতে একের পর এক খুলে যাচ্ছে তখন আস্ফালন শুরু হয়েছে। সর্বোচ্চ স্তর থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে সরাসরি আদালতকে। আবার আদালতেরই দ্বারস্থ হচ্ছে চুরি লুকোতে। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় জলাঞ্জলি দিয়ে সৎ সাজার চেষ্টা যে বৃথা সে কথা বুঝবার মত কেউ নেই। ২০১১ সালের পরে মরণের পথে চলা বাংলার পড়ুয়াদের সারা ভারতে কেউ কাজ দেবে বলে মনে হয়না। আজ নিজের রাজ্যে গেছে ২৬০০০ চাকরি, কাল হয়তো আরও যাবে। খুব শীঘ্রই হয়ত হাহাকার নেমে আসবে বাংলার কর্মজগতে। এটাই হবে রাজনীতিকদের দেওয়া এই শতাব্দীর সেরা উপহার।

ভোটিং মেশিন খারাপ হয়েছে, অগত্যা লাইন না ভেঙে ফাঁসিদেওয়ার একটি বুথে চড়া রোদে মাঠে বসে মহিলা ভোটারদের অপেক্ষা। –নিজস্ব চিত্র

আসন্ন লোকসভা ভোটে সব দলই এখন জোরকদমে নেমে পড়েছে নিজেদের দলীয় প্রচারে। হাওড়া উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদের সমর্থনে নির্বাচনী পথসভা করলেন উদয়নারাণপুর কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা। গড়ভবানিপুর বাজারে পথসভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক ও বহু সাধারণ মানুষ।

ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্তী

কমিশনের স্ট্রাটেজি সফল

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে রইল রায়গঞ্জ। এটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখানে গতবার বিজেপির দেবশ্রী চৌধুরী ৬০,৫৯৩ ভোটে হারিয়েছিলেন তৃণমূলের কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে। দেবশ্রীকে বিজেপি এবার ওই কেন্দ্র থেকে তুলে নিয়ে এসেছে দক্ষিণ কলকাতায়। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের জন্য মাঠে নামালো হল ২৭২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। এবারও ভোটকেন্দ্র রইল ভোট সন্ত্রাসীদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। দু একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণ রইল ভোটদান পর্ব। ভোট দানের হার বিকাল ৫টা অবধি দার্জিলিংয়ে ৭১.৪১ শতাংশ, রায়গঞ্জে ৭১.৮৭ শতাংশ ও বালুরঘাটে ৭২.৩০ শতাংশ।

তবে এই পর্বে প্রথম দফা থেকে শিক্ষা নিয়ে জেলা কন্ট্রোল রুমে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রতিনিধির উপস্থিতি আর একটা নতুন স্টান্ট কমিশনের। এভাবে আগামী দফাগুলোয় নির্বাচন কমিশনের স্ট্রাটেজি সফল হলে ভোটের জন্য হয়ত বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে না বাঙালিকে। সেই আশা নিয়েই কমিশনের দিকে তাকিয়ে আছে বাংলা।

সমবায়ে চুড়ান্ত অনিয়ম

প্রথম পাতার পর

সমিতির সদস্যদের বাগদা থানায় দায়ের করা একাধিক লিখিত অভিযোগ ও সংবাদ মাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সদস্যদের একটা বড় অংশ সমিতির ম্যানেজার শান্তি বিশ্বাসকেই, সমিতির বিপুল পরিমাণ অর্থ তছরুপ ও মারামারি, গন্ডোগোলের পিছনে মদতদাতা হিসেবে রয়েছেন। তাদের অভিযোগ তিনি সদস্যদের হিসাব না দিয়ে গোপনে অদৃশ্য শক্তির ইশারায় সমিতির অ্যাকাউন্ট থেকে ৯ লক্ষ টাকা তুলে তা আত্মসাৎ করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে শান্তি বিশ্বাসের লোকের হাতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হন বেশ কয়েকজন সদস্য। এই ঘটনায় ২০২৩ সালের ২৭ নভেম্বর বাগদা থানায় মামলা দায়ের হয়, যার নম্বর – ১৫৭। ওই মামলায় জামিনে মুক্ত হয়ে আসামি শ্যামা বিশ্বাস, গোপাল সরকার, দেবু বিশ্বাস, গোবিন্দ সরকাররা সমিতির বাঁওড় থেকে রাতের অন্ধকারে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার চারাপোনা ও বড় মাছ বিক্রি করে দিয়েছে বলে অভিযোগ। এব্যাপারে ১০ এপ্রিল ২০২৪ বাগদা থানায় মামলা হয়।যার নম্বর ৩৩৮। বর্তমানে সমিতির সদস্য-সদস্যা সহ অসংখ্য গ্রামবাসীর অভিযোগ, উল্লেখিত ব্যক্তির অত্যাচারে তারা অতিষ্ঠ। ভেড়ি ও বাঁওড়ে মাছ চাষ বন্ধ থাকায় সংসার অচল হয়ে পড়েছে। তাদের অত্যাচারে রাস্তায় বের হওয়া সহ বাঁওড়েও যেতে পারছেন তারা। এবিষয়ে অভিযুক্ত শান্তি বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অসহায় মৎস্যজীবিরা সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন।

তালাবন্দি অঙ্গনাওয়াড়ী কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম: অঙ্গনওয়াড়িকেন্দ্রের কর্মীকে তালা বন্ধ করে আটকে রাখলো গ্রামবাসীরা। ময়ূরেশ্বর একনং ব্লকের নামো ডুমরা অঙ্গনওয়াড়িকেন্দ্রের কর্মী সুচিত্রা মুখার্জি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে সবদিন আসে না যারফলে শিশুর প্রথম পাঠশালা বলে পরিচিত অঙ্গনওয়াড়ি বা সুসংহত শিশু বিকাশ কেন্দ্রে শিশুদের পঠন পাঠনের পাঠ শিকেয় উঠেছে । আরএতেই বুধবার সকালে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে গ্রামবাসীরা এমনকি রীতিমতো তালাবন্ধ করে আটকে রাখা হয় কর্মী ও সহায়িকাকে । তাদের দাবি প্রতিদিন ওই কর্মীকে কেন্দ্রে হাজির থেকে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করাতে হবে ।ওই কেন্দ্রের কর্মী সুচিত্রা মুখার্জি তার অনুপস্থিতির বিষয়টা কার্যত কিছুটা হলেও স্বীকার করে নিয়ে জানান তিনি শারীরিকভাবে প্রচণ্ড অসুস্থ একাধিক রোগে আক্রান্ত তিনি এবং সেইসাথে বাড়ি থেকে কেন্দ্রের দূরত্বটাও বেশি হওয়ার জন্য তিনি সমস্যায় পড়েছেন । বেশ কিছুক্ষণ আটকে রাখার পর অবশ্য গ্রামবাসীরা ঐ কর্মীকে সতর্ক করে দিয়ে তালা খুলেও দেয় ।ময়ূরেশ্বর একনং ব্লকের সিডিপিও সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান ঘটনা সম্পর্কে তিনি শুনেছেন তবে এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বে থাকা সুপারভাইজারকে কেন্দ্রে পাঠানো হবে তারপর সবকিছু খতিয়ে দেখতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এমনকি অভিযোগ প্রমাণিত হলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান ওই আধিকারিক।

ফলতাতে বিজেপি নেতার বাড়িতে বোমা, প্রাণনাশের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফলতা : বজবজের পর এবার ফলতা। ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের ফলতা বিধানসভার অন্তর্গত শিবানীপুর গ্রামে বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসের সমর্থনে দেওয়াল লেখা হয়েছিল। লিখেছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতা বাপ্পাদিত্য মণ্ডল। সকালে দেওয়াল লেখা হলেও সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে সেই দেওয়াল মুছে দেয়া হয়। অভিযোগের তির শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। এমনকি গভীর রাতে বাপ্পাদিত্য মণ্ডলের বাড়িতে বোমাবাজিও করা হয়। সূত্রের খবর সেই বোমা না ফাটায় বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। স্থানীয় ফলতা থানার

পুলিশ সেই বোমা উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মঙ্গলবার বাপ্পাদিত্য মণ্ডলের বাড়িতে যান বিজেপির ডায়মন্ডহারবারের প্রার্থী অভিজিৎ দাস। তিনি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পরে ফলতা থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন। পরে তিনি ডায়মন্ড হারবারে এসডিপিও দপ্তরেও দেখা করেন। তিনি পরে জানান, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র জুড়ে সন্ত্রাস শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বোমাবাজি হচ্ছে এবং নির্বিচারে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এভাবে চলতে পারেনা এখানে গণতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে বিঘ্নিত। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি। জেলার পুলিশ সুপারকেও জানিয়েছি। তৃণমূলের দাদাগিরি আর মানুষ মেনে নেবে না। শিবানীপুরের বিজেপি নেতা বাপ্পাদিত্য মণ্ডল বলেন, আমার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছড়া হয়েছে। দুই মেয়ে ও বাবা মাকে নিয়ে খুবই আতঙ্কে আছি। আমাদের পরিবারকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে। ভোট শুরু হতে না হতে আবার ফলতায় তৃণমূল সন্ত্রাস শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

খাবার ঘিরে অঙ্গনাওয়াড়ী কেন্দ্রে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কীর্ণাহার দক্ষিণপাড়া ২৫২ নং অঙ্গওয়ারীকেন্দ্রে খাবার বিতরণকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা কীর্ণাহারে আর তার জেরে কার্যত তালাবন্দি করে রাখা হলো ওই কেন্দ্রের কর্মীকে। বিক্ষুব্ধদের দাবি, ২২এপ্রিল ওই পাড়ারই এক মহিলা খাবার আনতে গেলে তার সঙ্গে বচসা বাধে সংশ্লিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে কর্মী ভবানী দত্তর। তারপরেই মহিলাকে জুতোপেটা করা হয় বলে অভিযোগ। সেদিনের ঘটনার পর মঙ্গলবার সকাল থেকেই ক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এলাকাবাসীরা শেষমেষ কেন্দ্রের গেটে তালা দিয়ে বন্দিও করে রাখা হয় ঐ কর্মীকে। একগুচ্ছ পাল্টা অভিযোগ তুলছেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীও। যদিও তিনি এক্ষেত্রে কোন কথা বলতে রাজিই হননি। মঙ্গলবার সকালে ঝামেলার খবর পেতেই কীর্ণাহার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ।

হরিনামে তান্ডব, আন্দোলনের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বারুইপুর গ্রামের ডোমপাড়ায় হনুমান মন্দিরে সন্ধ্যাকালীন হরিনাম কীর্তন চলাকালীন রমজান,মারফত,সুরজের নেতৃত্বে একদল যুবক হরিনাম কীর্তন বন্ধ করতে বলে । বন্ধ না করায় হনুমান মন্দিরে ভাঙচুর ও তফশিলী সম্প্রদায়ের মহিলাদের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠে । জখম হয়ে চার পাঁচজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । সোমবার সন্ধ্যায় বারুইপুর গ্রামে যান রাজ্য বিজেপি সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়,বিজেপি বীরভূম জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা সহ জেলা নেতৃত্ব । আক্রান্ত মহিলারা ঘটনার বিবরন জানান। জগন্নাথবাবু বলেন, কীর্তনে হামলা চালানো হচ্ছে এরাজ্যে কীর্তন করা যাবে না,জয়শ্রীরাম বলা যাবে না পুলিশকে বলেছি দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। পুলিশ বলছে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে, তারা কোথায়! সামনে থাকা পুলিশ ফাঁড়ির কর্তব্যরত অফিসারদের ক্লোজ করতে হবে। ওই পুলিশ ফাঁড়িতে মদের আসর বসে, অসামাজিক কার্যকলাপ হয় বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। আমরা পুলিশকে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছি না হলে বারুইপুর গ্রামে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে আনবো, এখানে আন্দোলন হবে । বারুইপুরকে দ্বিতীয় সন্দেশখালি হতে দেবো না ।'

মহানগরে

পিটা উদ্ধার করল আহত ঘোড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : CAPE ফাউন্ডেশনের দায়ের করা একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের পরে একটি ঘোড়ার প্রতি ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা এবং অবহেলার বিষয়টি তুলে ধরার পরে, ঘোড়াটিকে PETA ইন্ডিয়ার সহায়তায় ভারতের প্রাণী কল্যাণ বোর্ড দ্বারা স্বীকৃত একটি সংস্থা অ্যানিমাল রাহাত দ্বারা পরিচালিত একটি অভয়ারণ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। অভয়ারণ্য ঘোড়াটিকে তার আঘাতমূলক অগ্নিপরীক্ষা থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং যত্ন প্রদান করবে। ময়দান পুলিশের সহযোগিতা জরুরি চিকিৎসা সেবার জন্য দুর্দশায় ঘোড়াটিকে বাজেয়াপ্ত করতে সহায়তা করেছে। প্রাণীর পায়ে ফুলে যাওয়া এবং গুরুতর আঘাতগুলি কঠিন রাস্তায় কাজ করতে বাধ্য করার জন্য হয়েছিল। এই আঘাতগুলি অপুষ্টি এবং ডিহাইড্রেশনের কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন।

১০০ দিনের প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: 'ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্বান এমপ্লয়মেন্ট স্কিম অর্থাৎ 'পশ্চিমবঙ্গ শহরী রোজগার যোজনা যেটি ১০০ দিনের কাজ নামেই কলকাতা শহরে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কলকাতা পৌরসংস্থার ১০০ দিনের প্রকল্প শুধু যে শহরের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান করেছে, তাই নয়, কলকাতাকে করেছে গতিময় ও পরিচ্ছন্ন। বর্তমানে এই ডব্লিউ.বি.ইউ.ই.এস.দপ্তরে মোট ১৪,৪৬৬ জন কর্মী কাজ করছেন। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের হিসেবে অনুযায়ী এদের মধ্যে জঞ্জাল অপসারণ দপ্তর রয়েছে সবচেয়ে বেশি। স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরে ১,৮০৬ জন, উদ্যান পরিচর্যার কাজে আছেন ১,৭৮২ জন, সড়ক পরিষেবায় ১,৭১১ জন, বস্তির মানোন্নয়নে ১,৪০১ জন, জলাশয় পরিষ্কারে ১,২৯০ জন, ঝাড়ুদারের ১১৯ জন, কেন্দ্রীয় পৌরভবনে আছেন চার জন, এবং শহরের টিউবওয়েল(স্মল ডায়ার) সারাইয়ে কাজে রয়েছেন ১০০ জন।

পুরকর নিতে প্রবীনদের বাড়িতে যাবে কর্মীরা অনলাইনে সম্পত্তি করে ছাড় ১ শতাংশ

বরুণ মণ্ডল : নতুন অর্থবর্ষ এপ্রিল মাস। কলকাতা পৌরসংস্থায় নতুন বছরের সম্পত্তিকর গ্রহণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এজন্যই এবার থেকে অনলাইনে সম্পত্তিকর প্রদানে উৎসাহ দিতে রিবেট বা ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। ঠিক হয়েছে, অনলাইনে কারেন্ট ইয়ারের সম্পত্তিকর দিলে বাড়তি এক শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। শুধু এটাই নয় যাঁরা রিবেট অ্যালাউড ডেটের মধ্যে নিয়মিত সম্পত্তিকর জমা করেন, তাঁরাই এই সুযোগ পাবেন। আর প্রবীণ, শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির অনলাইনে সম্পত্তিকর জমা করতে সমস্যা কিংবা পৌর ভবনে আসার উপায় না-থাকা ব্যক্তিদের জন্য নগরবন্ধু পরিষেবা চালু হয়েছে। তবে কী করতে হবে, কলকাতা পৌরসংস্থার চ্যাটবট নম্বর : ৮৩৩৫৯ ৯৯১১১ – তে পৌর পরিষেবার ক্ষেত্রে নিজেদের অসুবিধার কথা লিখে জানালে, কলকাতা পৌরসংস্থা পক্ষ থেকে নগরবন্ধু তাঁর বাড়িতে গিয়ে সাহায্য করে আসবেন। বাড়িতে আবেদনপত্র নিয়ে যাওয়া, পুরণ করা আবার সেগুলি কলকাতা পৌরসংস্থায় নিয়ে আসা থেকে শুরু করে, আবেদনকারীর হাতে চূড়ান্ত নথি পৌঁছে দেওয়ার কাজও করছেন নগরবন্ধু।

বর্তমানে প্রতি কোয়ার্টারের ট্যাক্স সময় মতো দিলে পাঁচ শতাংশ করে ছাড় দেয় কলকাতা পৌরসংস্থা। আবার প্রতি অর্থবর্ষের প্রথমেই চারটি কোয়ার্টারের ট্যাক্স একসঙ্গে পেমেন্ট করবেন, তাহলে প্রথমটি বাদে পরবর্তী তিনটি কোয়ার্টারে আরও পাঁচ শতাংশ করে মোট দশ শতাংশ করে ছাড় দেয় কলকাতা পৌরসংস্থা। অন্যদিকে, সম্পত্তিকর যতো বেশি দিন বকেয়া থাকবে, করের ক্ষেত্রে সুদ ও পেনাল্টিতে ছাড়ের পরিমাণও ততই কমবে।

চলতি ২০২৪ – ২৫ অর্থবর্ষে বেশি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে নতুন এই নীতি নিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। মহানাগরিক জানিয়েছেন, নতুন নিয়মে আগামী আর্থিক বছরে কর আদায় বাড়বে। পৌরসংস্থার অভ্যন্তরীণ তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত কলকাতায় নথিভুক্ত করদাতা ৯ লক্ষ্য ৩০ হাজার। ২০২২ – ২৩ অর্থবর্ষে কর আদায়ের পরিমাণ ছিল ১,১২০ কোটি টাকা। এবার কর আদায়ের পরিমাণ ১০ শতাংশ বাড়বে।

বর্তমানে রেসিডেন্সিয়াল অর্থাৎ আবাসিক করের সঙ্গে কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক করের বৃহৎ ফারাক রয়েছে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আবাসিক করের তুলনায় প্রায় ২৫ গুণ বেশি কর গুনতে হয় ব্যবসায়ীদের।

ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্টের সাহায্যে নিজের বাড়ির কর মূল্যায়ন নিজেই করুন।। করদাতাদের সুবিধার্থে স্বমূল্যায়ন ফর্ম (ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম) আরও সরল করা হয়েছে। মিউটেশন ফর্ম সহ অন্যান্য তথসমৃদ্ধ আবেদনপত্র পরিমার্জনের কাজ চলছে। কলকাতা মহানগরীর প্রকৃতিগত ভারসাম্য রক্ষা এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টারের এরিয়াল ইমেজ এবং স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে কলকাতার জলাভূমি ও জলাশয় গুলির অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং সময়ের সাপেক্ষে এগুলির পরিবর্তনের ডিজিট্যাল তথ্য সংরক্ষণ করার কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া ফিল্ড ইন্সপেকশন করে এই সংক্রান্ত তথ্যবলি পৌরসংস্থার পরিবেশ ও সম্পত্তিকর দফতরে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তিকরের পূনর্মূল্যায়ন দুটি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সম্পত্তির ব্যবহার, চরিত্র, ভাড়াটে থাকা বা না থাকা ইত্যাদি অবস্থার কোনও পরিবর্তন না হলেও নতুন পদ্ধতিতে পাঁচ বছর অন্তর সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। সাধারণত ভাবে এই পুনর্মূল্যায়নটিকে জেনারেল রিভ্যালুয়েশন (জি.আর.) বলা হয়ে থাকে। অন্য ক্ষেত্রে দুটি জি.আর. – এর মধ্যবর্তী সময় সম্পত্তির আকার, চরিত্র, ব্যবহার, ভাড়া ইত্যাদির সাপেক্ষে কোনও পরিবর্তন ঘটলে যে কোনও সময়েই সেই সম্পত্তির যেদিন থেকে পরিবর্তন ঘটেছে, সেদিন থেকে পুনর্মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। একে সাধারণ ভাষায় ইন্টারমিডিয়েট অ্যাসেসমেন্ট(আই.আর.) বলা হয়ে থাকে।

আগে জি.আর. অ্যাসেসমেন্ট বহুদিন না হয়ে পড়ে থাকার ফলে একসঙ্গে অনেক গুলি জি. আর. পিরিয়ডের মূল্যায়ন করা হতো। ২০১৯ সালে কলকাতা পৌরসংস্থা আইনে সংশোধনী এনে এই জি.আর. ব্যবস্থাটির পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। যার ফলে বর্তমানে যখন জি.আর. করার কথা তার ছবছরের মধ্যে সম্পত্তিকরের পুনর্মূল্যায়ন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যথায় এই পুনর্মূল্যায়ন করা হবে না, আইনে এই বিধির উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান সংশোধনীতে এই ব্যবস্থা যেমন একদিকে বহাল রাখা হয়েছে, ঠিক একই ভাবে সংশোধনী আসার আগে যে পুনর্মূল্যায়ন গুলি নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়ার পরে করা হয়েছিল, তাকে বৈধতা দেবার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে।

জঞ্জাল সাফাইয়ে বা ফাঁকা জমির জঞ্জাল সাফাইয়ে পৌরকর দ্বিগুণ করা হয়েছে। সম্প্রতি মেয়র পারিষদ বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জমি বা বন্ধ বাড়ির আবর্জনা সাফাইয়ের খরচ সংশ্লিষ্ট জমির সম্পত্তিকরের সঙ্গে যুক্ত করে নেয় কলকাতা পৌরসংস্থা। ফাঁকা জমি বা অব্যবহৃত বাড়ি পরিষ্কার রাখার বিষয়ে উদাসীন নাগরিকদের তৎপর করতেই এমন সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন শহর-পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ মহল। প্রসঙ্গত, জমি ও বন্ধ বাড়ির জঞ্জাল সাফাই করতে পৌরসংস্থার যা খরচ হয়, তার ওপর ২৫ শতাংশ সুপারভিশন চার্জ লাগু করে সেই টাকা সম্পত্তিকরের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া হয়। এই চার্জ এখন থেকে ২৫ শতাংশের পরিবর্তে ১০০ শতাংশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ, আগে কোনও জমি পরিষ্কার করতে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হলে, পৌরসংস্থার সুপারভিশন চার্জ ধরে ৬ হাজার ২৫০ টাকা সম্পত্তিককরে যুক্ত করা হতো। এখন থেকে পাঁচহাজার টাকার দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০ হাজার টাকা চার্জ যুক্ত করা হবে।। এদিকে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, কলকাতা পৌরসংস্থার এই ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ ফাঁকা জমি বা অব্যবহৃত বাড়ি পরিষ্কার রাখার বিষয়ে আরও সচেতন হবেন বলে আশা করা যায়। এবং এর ফলে জনস্বাস্থ্যেরও অনেক উন্নতি হবে। মশাবাহিত রোগের প্রকোপ কমবে।

কলকাতা পৌরসংস্থা জোকার তিনটি ওয়ার্ড ১৪২,১৪৩ ও ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে সম্পত্তিকরের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দিচ্ছে। ২০১১ সালের ১ সেপ্টেম্বরে এই তিনটি ওয়ার্ড পঞ্চায়েত থেকে কলকাতা পৌরসংস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ কারণেই সেখানকার বাসিন্দাদের করের ক্ষেত্রেক কিছুটা ছাড় দেওয়া হচ্ছে। তবে এই ছাড় পেতে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যেমন : পুরনো বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে জমি বা সম্পত্তির চরিত্রগত বদল না হলে পঞ্চায়েতে প্রদেয় করের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই জেনারেল রিভ্যালুয়েশন বা জি.আর. হবে। এক্ষেত্রে পৌরকরে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু জমির চরিত্রগত বদল ঘটলে করদাতাকে পার্শ্ববর্তী বেহালা বা ঠাকুরপুকুর অঞ্চলের মতোই পৌরসংস্থার নিরিখেই নির্ধারিত পৌরকর দিতে হবে। জোকার এই তিনটি ওয়ার্ড মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার সম্পত্তিকর দাতা আছেন সিদ্ধান্ত হয়েছে ২০০২ সালের আগে থেকে যাঁরা এই অঞ্চলে বসবাস করছেন, তাঁরা যদি তাঁদের সম্পত্তির বা জমির চরিত্র বদল না করেন, তাহলে পঞ্চায়েত থেকে ১০ শতাংশ বেশি হারে সম্পত্তিকর নেওয়া হবে। কারণ এই তিনটি ওয়ার্ডের অনেকাংশ জায়গায় আধুনিক পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে পৌঁছায়নি। বর্তমানে করদাতাকে আরও সহজ উপায়ে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর : ৮৩৩৫৯ ৯৯১১১ – এ হাই লিখে পাঠিয়ে বকেয়া এবং সম্পত্তিকর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে পারেন, ও ঘরে বসেই অনলাইনে সম্পত্তিকর জমা দিতে পারেন।

বার্তা

ছিন্ন সেতু : আলিপুর, চেতলা, নিউ আলিপুর, বেহালা সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ দুর্গাপুর ব্রিজ পড়ে রয়েছে বিপদজনক অবস্থায়।
ছবি : সুমন সরদার

অসুস্থ : বন্ধের মুখে হাওড়ার শতাব্দী প্রাচীন সরকারি যক্ষ্মা হাসপাতাল।
ছবি : অভিজিৎ কর

ছুটির তারতম্যে পৌর স্বাস্থ্যকেন্দ্র কাজের ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ছুটির তারতম্য কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজের ক্ষতি হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনস্থ প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে 'আপার প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টার আছে। এই সমস্ত হেল্‌থ সেন্টার গুলিতে 'ন্যাশনাল আর্বান হেল্‌থ মিশন এবং কলকাতা পৌরসংস্থার নিয়ন্ত্রণধীন যেসমস্ত কর্মীরা কাজ করেন, তাদের ছুটির ক্ষেত্রে বিভিন্ন তারতম্য আছে। কেউ শুধুমাত্র ক্যাজুয়াল লীভ(সি.এল.) পায় ১৪ টি, আবার কেউ ১৪ টি ক্যাজুয়াল লীভে'র পরেও আর্নড লীভ(ই.এল.) পায় ৪৪ টি। যার ফলে কর্মক্ষেত্রে মনোমালিন্য দেখা যায় এবং ওয়ার্ডে আপার প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টারে'র কাজে ক্ষতি হয় বলে মনে করেন কলকাতা পৌরসংস্থা ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে। বিশ্বরূপ দে'র বক্তব্য, কলকাতা পৌরসংস্থার ইউ.পি.এইচ.সি'র অধীনস্থ সমস্ত কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফদের একইরকমের ছুটির ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই প্রস্তাবের উত্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থায় তিন ধরনের কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ আছে। এক ধরনের কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ আছে, যারা এন.ইউ.এইচ.এমে'র আন্ডারে আছে। আরেক ধরনের কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফ আছে, যারা কলকাতা পৌরসংস্থায় সরাসরি নিযুক্ত অস্থায়ী কর্মচারী। আরেক ধরনের স্টাফ আছে, যারা এজেন্সির মাধ্যমে এসেছে। এবার বিষয়টি হল কী, এই তিন ধরনের স্টাফের ছুটির নিয়মও আলাদা আলাদা। এন.ইউ.এইচ.এমে'র আন্ডারে যাঁরা কাজ করে, তাঁদের ছুটি সংক্রান্ত ২০২২ সালের ১৪ মে'র অর্ডার অনুযায়ী বছরে ১৪ টি সি.এল., ২৯ টি এ.এল.(অ্যালুয়াল লীভ)। আবার যাঁরা কেএমসি ও এজেন্সি'র নিয়ন্ত্রণে কাজ করে তাঁরা ২০১৫ সালের ১ এপ্রিলের সার্কুলার অনুযায়ী প্রতি ছ'মাসে সাতটি সি.এল.পায়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছুটির ক্ষেত্রে তারতম্য আছে। কারণ তিন ধরনের কন্ট্রাকচুয়াল স্টাফদের নিয়মনীতি ও নিয়মের শর্ত তিন ধরনের। কিন্তু বিশ্বরূপ দে যেটা বলছেন, সেটা আপাতত সম্ভব নয়। কারন, তিনটি নিয়মই তিনটি বিভিন্ন ধরনের এজেন্সির মাধ্যমে হয়।

যাওয়া আসার পথে পথে

পিতৃশোক আর মায়ের নির্দেশে জঙ্গল ছেড়েছি : বিশ্ব বারুই

সুভাষ চন্দ্র দাশ

সুন্দরবনের পাখিরালয় জেটিঘাট সংলগ্ন নদীর গহুরে বসবাস করেন মৎস্যজীবি বারুই পরিবার।সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ,কাঁকড়া ধরে,মধু সংগ্রহ করে কখনও বা কাঠ সংগ্রহ করে দিন গুজরান করতেন বিশ্ব বারুইয়ের মৎস্যজীবি পরিবার।বর্তমানে সুন্দরবনের জঙ্গল ছেড়েছেন প্রায় ২৬ বছর আগে।বর্তমানে এলাকায় দিনমজুরীর কাজ করে কোনরকমে দিন গুজরান করে শোকে বিহ্বল বারুই পরিবার।কিসের শোক?এ প্রসঙ্গে বিশ্ব বারুইয়ের সাথে কথা বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। পরে নিজেকে সামাল দিয়ে জানালেন , "আজ থেকে প্রায় ২৬ বছর আগের কথা।সুন্দরবন জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল আমাদের পরিবার।বর্তমানে রাস্তা-ঘাট, বিদ্যুৎ,পানীয় জলের উন্নয়ণ হলেও তৎকালীন সময়ে উন্নয়ণের কোন ছিটে-ফোঁটাই ছিলো না।

সন্ধ্যা ঘনালেই বাঘের গর্জন শোনা যেত। ভয়ে বুক দুরু দুরু করতো। এমনকী সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজা খোলার সময়ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হতো। কারণ অনেক সময় নদী সাঁতরে বাঘ লোকালয়ে চলে এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকতো।সুন্দরবন সংলগ্ন গ্রামে যে মানুষ বসবাস করে সেটাও অনেকেরই ধারণা ছিল না। একথায় সুন্দবরন মানে বাঘের ডেরা বিচরণ ভূমি। নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া,মধু সংগ্রহ করে দিন চলতো। ২৬ বছর আগে বিশ্ব বারুই,তার বাবা অর্জুন বারুইয়ের সাথে সুন্দরবন জঙ্গলে গিয়েছিলেন মাছ,কাঁকড়া ধরতে।সাথে অন্যান্য আরো সাতজন সঙ্গীসাথী ছিলেন।সুন্দরবনের সূধন্যখালি এলাকার নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরছিলেন তাঁরা। সকলের অলক্ষ্যে আচমকা সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।অর্জুনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘাড় মটকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে চলে যেতে থাকে।বাবা শুধু একটিবার আওয়াজ করে বলেছিলেন বাঁচাও।এরপর সকলে মিলে নৌকার বৈঠা নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি বাবা কে উদ্ধার করার জন্য। বিশাল আকৃতির বাঘের সাথে শুরু হয় লড়াই। কয়েক ঘন্টা লড়াই করার পর বাঘ আমাদের আক্রমণ করে। আমার হাতে থাবা বসায়। সকলেই ভয় পেয়ে যাই।রণে ভঙ্গ দিই। মুহূর্তে বাঘ বাবাকে ঘাড় মট টানতে টানতে গভীর জঙ্গলে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।শেষে হতাশ হয়ে বাড়িতে ফিরে আসি। মায়ের কাছে ঘটনার কথা বলি।মা অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন 'খোকা,আমার তো সব শেষ!তোকে আর জঙ্গলে যেতে হবে না।' সেই থেকেই জঙ্গল ছেড়ে দিয়েছি।এলাকায় খাটাখাটনি করে কোন রকমে দিন চলে। জঙ্গলে গেলে মায়ের কথা অমান্য করা হবে।

তাছাড়া আবার যদি বাঘ আক্রমণ করে তবে পরিবার ভেসে যাবে। খাই না খাই জঙ্গল ছেড়ে বেশ ভালোই রয়েছি।তবে সরকার যদি আমাদের মতো হতদরিদ্র পরিবারের কথা মাথা রেখে বিকল্প কিছু কর্মসংস্থান কিংবা উপার্জনের পথ তৈরি করেন তাহলে অসংখ্য পরিবার উপকৃত হবেন।'

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

পশুপ্রেমী সোমনাথ

পথ চলতে আমারা অনেকেই অবহেলিত পশু পাখিদের দেখেছি তাদের খাদ্যের জন্য ঘুরতে অন্যের দ্বারা অত্যাচারির হতে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে। তাদের এই দুর্দশার কথা ক'জনই বা ভাবে। অবুও এই সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা এদের পাশে এসে দাঁড়ায়। এমনি এক পশুপ্রেমী সোমনাথ কাঁড়ার জিনি নিরলস সেবা করে যাচ্ছেন এই সব অবহেলিত সারমেয়দের। শুধু খাদ্যে নয় চিকিৎসার ভার তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। যখনই কোনো কুকুর অসুস্থ হবার খবর পায় ছুটে গিয়ে তার চিকিৎসা ও দেখাশোনা করে।

বর্তমানে হাওড়া জি. আর. পি কন্ট্রোল রুমে কনস্টেবল পদে কর্মরত। তিনি জানান ডিউটি যখন থাকে না বাড়িতে সময় নষ্ট না করে এই সব অবহেলিত অবলা পশুদের দেখাশোনা করেন। দাদা তুল্য রাজর্ষি ঘোষের কাছে উৎসাহিত হয়ে পশুদের শেবা করার পথে এগিয়ে এসেছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রথম শ্রেণী থেকে মাধ্যমিক সিদ্ধেশ্বর শংকর পাঠশালা হাই স্কুল এরপর উচ্চমাধ্যমিক দেন জুজারসাহা পি. এন.মান্না ইনস্টিটিউশন ও প্রভু জগবন্ধু কলেজ আন্দুল থেকে স্নাতকের পরে হাওড়া জি.আর.পি কন্ট্রোল রুমে কনস্টোবল পদে চাকরি। চাকরির পাশাপাশি পথে অবহেলিত কুকুরদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে তার এক কথায় প্রশংসনীয়। আরও অনেকে এমনি করে এগিয়ে আসুক এই সব অসহায় পশুদের শেবায় এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে চান আলিপুর বার্তা পত্রিকার মাধ্যমে।

মুসলিম অধ্যুষিত কাপাশিয়া গ্রামে প্রাচীন কালী মন্দির

দীপককুমার বড় পন্ডা
সোহম বড় পন্ডা

তথ্যটাতেই বেশ আকর্ষণ ছিল। খবর পেয়েছিলাম উওর ২৪ পরগনা জেলার দত্তপুকুর থানায় মুসলিম অধ্যুষিত কাপাশিয়া গ্রামে কালী মন্দির আছে। জানিয়েছিলেন উওর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরের ভূগোলের মাষ্টারমশাই অপূর্ব ঘোষ। কৌতূহলী হয়ে ছিলাম, কবেকার মন্দির জানতে হবে। তাই গেলাম একদিন। মধ্যমগ্রাম স্টেশন থেকে অটো বা টোটো তে যাওয়া যায় এখানে। আবার কল্যাণী হাই ওয়ে থেকেও পৌঁছনো যায়। ভর দুপুরে যখন মন্দিরে আমরা পৌছালাম তখন দুই ভক্ত বসে আছেন। তাঁরা বললেন, দেবী খুব জাগ্রত। তাই অনেক দূর থেকে এখানে এসেছেন। মন্দির তখন বন্ধ। তাই অপেক্ষায় আছেন। দেবীর মাহাত্ম্য জানা থাকলেও, মন্দির কিংবা দেবীর ইতিহাস তাঁদের জানা নেই। পাশাপাশি অন্যদের থেকে খোঁজ নেওয়া শুরু করলাম আমরা। ইছাপুর নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাপাশিয়া গ্রামের এই কালী মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিয়ে নানা কথা শোনা গেছে। পূজারী অভিজিৎ মুখার্জী (৪৫) বলেছেন, ১৯৬২ সাল থেকে নতুন করে মন্দির তৈরি হয়েছে। তার আগে বাঁশের বেড়ার ঘরে ঠাকুর থাকতেন।

আনুমানিক ৩০ বছর আগে মন্দির তৈরির কাজ করতে গিয়ে মাটির নিচে পাকার কাঠামো পাওয়া গেছে। নতুন পাকার মন্দির এই কাঠামোর ওপর তৈরি। তাই মন্দিরটা একটু তেরছানো। এখন আনুমানিক হিসেব অনুযায়ী এই গ্রামে শতকরা ৭০ ভাগ মুসলিম। বাকি ৩০ ভাগ হিন্দু। এইসব কথা বলছেন পূজারী। তিনি বলছেন, আমি যা বলব তার যুক্তি আছে। মন্দিরের একেবারে গায়েই কয়েকজন মুসলিমের বাড়ি। গ্রামের মুসলিমরা মন্দিরের কাজে বিরোধীতা করেন না। দরকারে সহযোগী হন।

যেমন, গ্রামে গরুর কোরবানি হয় না। ফুরফুরা শরীফ থেকে ধর্ম গুরুরা গ্রামে গরুর কোরবানি দিতে বারণ করেছেন। হিন্দু মুসলিম সবাই মিলেমিশে থাকেন। মন্দিরের কাছেই আবার মসজিদ। গ্রামে একদিকে আজান শুরু হয়, অন্যদিকে শ্যামা মায়ের মন্ত্র। দুই ধর্মের ধূপ ধুনোর গন্ধে গ্রামটা পবিত্র হয়ে ওঠে।

এর বাইরে আরও নানা তথ্য উঠে আসছে। কারোর কারোর মতে, এই গ্রামে হিন্দুরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন মুসলিমদের সঙ্গে জায়গা বদল করে। এখানকার মুসলিমরা বাংলাদেশ গেছেন, বদলে হিন্দুরা এখানে এসেছেন তাঁদের জায়গায়।

মন্দিরের পাশে নোয়াই খাল বয়ে গেছে। তার নাব্যতা কমেছে। কিছু নদী মজে গেছে এখানে। পাঁচটি বড় পুকুর আছে কাছাকাছি। কাছে স্মসানও আছে। যা দেখিয়ে কেউ কেউ বলছেন, এই মন্দির স্মসান এর জন্যই গড়ে উঠেছিল। তাঁরা বলছেন, এটা হিন্দু গ্রাম ছিল। মুসলিম নবাবদের অত্যাচারে হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়েছেন। আবার হিন্দু উঁচু বর্ণের অত্যাচারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথাও তো শোনা যায়। ইতিহাস ঘেঁটে দেখতে হবে কাপাশিয়ার প্রকৃত ইতিহাস কী বলছে। এর সঙ্গে ভূগোল টাও জানতে হবে। এখানকার নদী, খাল তার গতিপথ বদলেছে, কোথাও হয়ত পথ হারিয়েছে।

এখানকার অনেক ঐতিহ্য। এই গ্রামে প্রাপ্ত কিছু শিল্পদ্রব্য কলকাতার কোনো মিউজিয়াম এ সংগৃহীত হয়েছে শোনা যায়। আবার গ্রামের মসজিদের পাশে এক স্থানে হিন্দু মুসলিম উভয়েই আরাধনা করেন। মোটকথা কাপাশিয়ার অনেক আকর্ষণ। সেই ঐতিহ্য আকর্ষণ তো খুঁজতেই হবে।

সাঙ্গলিকী

থ্রিলারের মোড়কে আসছে নতুন ছবি তেঁতো

একসঙ্গে রাজেশ শর্মা, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, নবাগত তেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারে একসঙ্গে নতুন ছবিতে অভিনয় করছেন অভিনেতা রাজেশ শর্মা, সুদীপ্তা চক্রবর্তী ও অভিনেতা তেজ। এই প্রথমবার একসঙ্গে জুটি বাধতে চলেছেন তেজ ও সুদীপ্তা। ছবির নাম 'তেঁতো'। ছবির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন স্বর্ণ শিখর। সম্প্রতি ছবির শ্যুটিং হয়ে গেল নর্থ বেঙ্গলের অপরূপ পরিবেশে। ছবিতে আরো প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন দেবেশ রায়চৌধুরী, অঙ্কুশ্রী মাইতি,

অরুন্ধতী চক্রবর্তী, অরুণাভ দত্ত, অয়ন মুখার্জি প্রমুখ। ছবিতে রাজেশ শর্মাকে দেখা যাবে কুনালের চরিত্রে। অন্যদিকে, অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে মিমি ও অভিনেতা তেজকে দেখা যাবে জ্যোতির চরিত্রে। চুপচাপ ও শান্ত স্বভাবের জ্যোতির্ময় তার বাবার মৃত্যুর পর হিমালয়ের গভীরে এক নির্জন গ্রামে দিদি ও কাকার সঙ্গে থাকে। কিন্তু তার জীবনে রয়েছে এক তীব্র মানসিক সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করার লড়াই। ছবিতে পুরোপুরি ভিন্ন রকমের চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে। জ্যোতির্ময় এর জীবনের এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে মিমি। অন্যদিকে অভিনেতা রাজেশ শর্মাকে দেখা যাবে ছবিতে এক ভিন্ন লুকে। জীবনের টানাপোড়েনে কোনদিকে যাবে ছবির মোড়! এই সব কিছু নিয়ে ছবি তেঁতো। সুদীপ্তা চক্রবর্তী জানান, এই ছবিতে অনেক মানুষ নিজের জীবনের সঙ্গে গল্পের মিল খুঁজে পাবে। বাস্তবে এমন ঘটনা অনেক ঘটে চলেছে, সেগুলো ফুটে উঠেছে এই ছবিতে।

তেজ জানান, সুদীপ্তা চক্রবর্তীর সঙ্গে কাজ করার দারুন অভিজ্ঞতা। আমার চরিত্রে অনেকগুলো ধাপ রয়েছে। একজন ছেলেকে জীবনে কত কিছুর সম্মুখীন হতে হয়, তার প্রতিচ্ছবি এই সিনেমা। আশা করছি দর্শকদের খুব ভালো লাগবে। রাজেশ শর্মা জানান, পরিচালক স্বর্ণ শিখর এর সাথে কাজের দারুন অভিজ্ঞতা। ছবির গল্পের মধ্যে অনেক টুইস্ট আছে। খুন, প্রেম, জীবনের নানা গল্প ফুটে উঠবে এই ছবিতে। খুব তাড়াতাড়ি বড়ো পর্দায় মুক্তি পাবে এই ছবি।

বুড়ুলে জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের বর্ষবরণ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঙ্ঘের পরিচালনায় এবং বুজুল হাইস্কুলের ব্যবস্থাপনায় গত ২১ এপ্রিল, ২০২৪ রবিবার বর্ষবরণ উৎসব উদযাপন হল বিদ্যালয়ের ক্রীড়াঙ্গনে। উৎসবের উদ্বোধক পরম পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমগোপাল পুরী মহারাজ, প্রধান অতিথি বিধায়ক মোহনচন্দ্র নস্কর, বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ডঃ শান্তনুকুমার সেন, অধ্যক্ষ শহিদ অনুরূপচন্দ্র সেন মহাবিদ্যালয়, প্রখ্যাত ভূবিজ্ঞানী ডঃ জ্ঞানরঞ্জন কয়াল সহ বিশিষ্ট অতিথিবর্গের উপস্থিতিতে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন, শঙ্খধ্বনি, মাঙ্গলিক সানাইয়ের ধ্বনি ও মহারাজের আশীর্বাণীতে সূচিত হয় বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠান।

সংঘ অনুমোদিত ১৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রায় পাঁচ শতাধিক শিশু কিশোর যুবার সম্মিলিত প্রয়াসে বৈচিত্র্যময় নানা আঙ্গিকে ভরা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের ডালি উপস্থাপিত হয় এই ঐতিহ্যবাহী উৎসবে। সংঘের সংগঠন সম্পাদক মানস নস্করের সুচারু সঞ্চালনায় এবং উৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শিক্ষক চন্দন রায় ও অরূপ প্রামানিকের সামগ্রিক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি মনোগ্রাহী ও দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে, উপরোক্ত গুনীজন ছাড়াও মঞ্চ আলোকিত করেছিলেন বুড়ুল হাইস্কুলের সভাপতি ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উৎসব কমিটির কার্যকরী সভাপতি স্বপন হাতী, আলিপুর বার্তা পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক প্রণব গুহ, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আদিত্যকুমার ঘোষ, পঞ্চায়েত প্রধান নীলিমা ধাড়া, অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা সংঘের কার্যনির্বাহী সভাপতি দেবনাথ অধিকারী, কার্যকরী সভাপতি ডাঃ মোহন সাধুখাঁ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বুড়ুল হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা উৎসব কমিটির সভাপতি তুষারকান্তি মণ্ডল তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত উৎসবের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন। সংঘের জেলা সম্পাদক অনিল নস্কর বলেন, সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ও বাঙালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অটুটভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় প্রতি বছর বাংলা ও বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোক উৎসব বর্ষবরণ উৎসব বিভিন্ন জায়গায় দীর্ঘ বছর ধরে উদযাপন করে চলেছে জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ। পরিশেষে বর্ষবরণ উৎসবে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য তিনি উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

ভদ্রেশ্বরে শ্রীগুরু সংঘর জলসত্র

মলয় সুর, হুগলি : এই প্রচন্ড গরমে চাঁদি ফাটা রোদের দাবদাহ থেকে মুক্তি পেতে পথচলতি মানুষ,অফিস যাত্রীরা টোটোওয়ালা বা রিক্সাওয়ালা এই অসহ্য গরমের হাত থেকে বাঁচতে তৃষ্ণা মেটাতে কেউ অনেক বেশি দাম দিয়ে ডাবের জল, সরবৎ, ঘোল বা পানীয় জল কিনে যাচ্ছেন। তাই ভদ্রেশ্বরে শ্রীগুরু সংঘ শাখার উদ্যোগে স্টেশন লাগোয়া রিক্সা স্ট্যান্ডে জলসত্র ব্যবস্থা করল। এই অসহ্য গরমে অনেকের বুকের ছাতি শুকিয়ে যাচ্ছিল। তাই শ্রীগুরু সংঘ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানুষের সেবামূলক কাজের জন্য গ্রীষ্মকালীন শিবির করে ঠান্ডা পানীয় জল বিলি করছেন।

সকাল থেকে মানুষদের পানীয় জলের সঙ্গে বাতাসা ও মিঠাইয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এই সেবামূলক সংগঠনের তত্বাবধানে রয়েছেন প্রধান মহীতোষ দাস, সংস্থার পরিচালক সুকুমার দাস, সদস্য কানুলাল বিশ্বাস, প্রতিনিধি সমীর দাস, সংগঠনের প্রধাননেত্রী অঞ্জলী দাস। তাদের কেন্দ্রীয় আশ্রম কলকাতা নাকতলায় অবস্থিত। সংস্থার তরফে সুকুমার দাস বলেন দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের পঠন পাঠনের জন্য বই,খাতা,পেন,পেনসিল দিয়ে সাহায্য করি। এছাড়া জানুয়ারিতে বার্ষিক উৎসবে চন্দননগর হাসপাতালে রূগীদের ফলমূল বিতরণ করা হয়। দুর্গাপুজোতে গরিবদের বস্ত্রদান করা হয়। আর এই কৃতিত্বের জন্য সাধারণ মানুষেরা সংস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ আট থেকে আশি সবাই।

বাখরাহাটের শতাব্দী প্রাচীন দত্ত বাড়ির বাসন্তীপুজো

কুনাল মালিক, বিষ্ণুপুর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর থানার খাসটিকা বাখরাহাটের দত্ত বাড়ির বাসন্তী পূজা ১৩১ তম বর্ষে পদার্পণ করল। কালাচাঁদ দত্ত ভবনে গত ১৩ এপ্রিল বাসন্তী পূজার সূচনা হয়। পুজো চলবে আগামী ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত। এবছরের পূজোর ব্যবস্থাপনায় আছে স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ দত্ত পরিবার। সহযোগিতায় সমগ্র দত্ত বাড়ি। পুজোর উদ্বোধন করেন শ্রীমৎ স্বামী নিত্য কামানানন্দজী মহারাজ (সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান) এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি ডক্টর শ্যামল গুপ্ত এবং বিচারক নিত্য সুন্দর ত্রিবেদী। দত্ত বাড়ির সদস্য কাজল দত্ত জানালেন, দত্ত বাড়ির প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এই বাসন্তী পূজাকে ঘিরে মানুষের কৌতুহল আজও অমলিন। পূজার নিয়ম-কানুন মেনে যথাযোগ্য মর্যাদায় বাসন্তী পূজা করা হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কালাচাঁদ দত্ত ভবনে

থাকছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। পুজোর অঙ্গ হিসেবে থাকছে দোল, চাঁচর, সূর্যাস্তের সাথে সাথে সন্ধ্যা আরতির ব্যবস্থা, কুমারী পূজা সহ যাবতীয় ধর্মীয় বিষয়। গত বুধবার ছিল মহানবমী। এদিন বাসন্তী মায়ের ভোগ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রচুর মানুষ ভোগ গ্রহণ করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, হরিনাম সংকীর্তন এবং ম্যাজিকসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান কালাচাঁদ দত্ত ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা এবং সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন স্বর্গীয় দেবেন্দ্র পরিবারের সদস্য অধ্যাপক গোপীনাথ দত্ত।

সৃজনের বেদনা পরচুলা নাটকের মূল উপজীব্য

ড. শঙ্কর ঘোষ : একটি গ্রুপ থিয়েটার যার নাম বেলঘরিয়া থিয়েটার একাডেমি যারা তাদের পথ চলা শুরু করেছিল বছর ১৩ আগে। গ্রুপের ১২ তম প্রযোজনা পরচুলা'র প্রথম মঞ্চায়ন হল ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় বাগবাজারের গিরিশ মঞ্চে। পরচুলা শিল্পী (উইগমেকার) শেখ জামাল উদ্দিন সৃষ্টির উন্মাদনায় আর কর্কট রোগের আক্রমণে জেরবার হওয়ার জোগাড়। তিন পুরুষের পেশাকে জামাল প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তার ছেলে অবশ্য এই পেশা নিতে অপারগ। তবু কোন কিছুতেই এই জামালকে দমিয়ে রাখতে পারে না। জিভের ক্যান্সারের জন্য তাকে ভর্তি হতে হয় ক্যান্সার হাসপাতালে। হসপিটালে ডাক্তার চ্যাটার্জি সহানুভূতির চোখে দেখেন জামালের কান্ডকারখানা। সিস্টারও সহৃদয়। সর্বোপরি মিনু, যার সান্নিধ্যে জামাল ভয়ংকর যন্ত্রণার দিনগুলিতেও সান্ত্বনা পায়। এদের নিয়ে এমন কতগুলি মর্মস্পর্শী মুহূর্ত তৈরি করা হয়েছে, যা একটা অন্য মাত্রা এনে দেয় নাটকটিতে।

সোয়া এক ঘণ্টার নাটক। চরিত্র সংখ্যাও বেশি নয়। কাহিনিকার ও নির্দেশক ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য। তিনি পেশায় চিকিৎসক। পাশাপাশি শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর অভিনয় ও সাহিত্য সৃষ্টি তাঁকে সর্বদাই ব্যস্ত রেখেছে। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার

হাসপাতালের এক রোগী চণ্ডীচরণ, যে পেশায় উইগমেকার, তার মৃত্যু ডাক্তারবাবুকে বিচলিত করেছিল। সেই চন্ডীচরণের জীবন অবলম্বনে জামাল উদ্দিনের চরিত্রটি সৃষ্টি। গল্পের মধ্যে সম্পর্কের এমন এক টানটান বুনোট রয়েছে, যা দর্শকদের অন্যমনস্ক হতে দেয় না কোনমতেই। অভিনয় এই নাটকের প্রধান সম্বল। প্রথমে উল্লেখ করতে হয় জামাল চরিত্রের শিল্পী গৌতম চক্রবর্তীর কথা। সৃষ্টির জন্য এক শিল্পীর ব্যথা বেদনা তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দ্বিতীয় নাম অবশ্যই মিনু চরিত্রের শিল্পী পায়েল রায়ের। প্রাণবন্ত অভিনয়। পরজনমে হইও রাধা গানের সময় তার অভিব্যক্তি মনে রাখার মতো। নিষ্ঠুর কর্কট রোগের চিকিৎসক চ্যাটার্জি চরিত্রটি রোগীদের প্রতি সর্বদাই সহানুভূতিশীল। ডক্টর অমিতাভ ভট্টাচার্য সেই ধারাটি বজায় রেখেছেন আগাগোড়া। সিস্টার চরিত্রটিতে ধৃতিকণা ভট্টাচার্যের অভিনয় মন ছুঁয়ে যায়। অন্যান্য চরিত্রে সন্দীপ রায়, জয়শ্রী চক্রবর্তী, প্রদীপ মণ্ডল, দেবাশিস সেনগুপ্ত তাঁদের ভূমিকা যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নেপথ্যের কারিগরদের মধ্যে যাঁদের কথা না বললেই নয় তাঁরা হলেন দেবপ্রসাদ ঘোষ (আলো), টিংকু দে (মন্ত্রসজ্জা), বিশ্বনাথ মাইতি (রূপসজ্জা), অমিত ঘোষ (আবসঙ্গীত) গৌতম চক্রবর্তী ও সিঞ্জিনী চক্রবর্তী (কণ্ঠসঙ্গীতে) প্রমুখ। এই নাটকের মঞ্চায়ন দীর্ঘদিন মনে রাখার। তার কৃতিত্ব অবশ্যই ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্যের।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীরামচন্দ্র বন্দনা

শ্রেয়সী ঘোষ : গত ১৭এপ্রিল বুধবার রামনবমীর দিনে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের অভেদানন্দ মঞ্চে মাসিক পুন্য জীবন কথা অনুষ্ঠানে শ্রীরামচন্দ্রের জীবন তুলে ধরলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। এক ঘন্টার এই অনুষ্ঠানে তিনি পরিবেশন করলেন রামায়ণ কথা। কথার ফাঁকে ফাঁকে গান। গানগুলি মূলত নেওয়া হয়েছিল তুলসী দাস, মীরাবাঈ, ব্রহ্মানন্দ প্রমুখের রচিত পদ থেকে। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস। প্রসঙ্গ সূত্রে শঙ্কর ঘোষ লবকুশ ছবির কথাও তুলে ধরলেন ।স্বর্ণযুগের সেই ছবিতে তিনি লবের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করলেন তিনি। উৎসাহিত শ্রোতারা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে এই অনুষ্ঠান যেকোনো সময় শুনতে পারবেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস পালন

অভিজিৎ হাজরা, উলুবেড়িয়া : গত ২২এপ্রিল বিশ্ব বসুন্ধরা দিবস উপলক্ষে সুইচ অন ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্লাস্টিক ফ্রি ওয়েস্টল্যান্ড এবং বায়োডাইভারসিটি বিষয়ের উপর বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও গারবেজ কালেকশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিদ্যালয় চত্বরে ছাত্র – ছাত্রীদের নামে আছে বিভিন্ন প্রজাতির দেশি ফুল,ফল,ঔষধি গাছ।পরিবেশ বান্ধব এই বিদ্যালয় মানব ও প্রকৃতির এক অপরূপ মেলবন্ধন।বিদ্যালয়ে শিশুদের সাথে নির্ভয়ে সহাবস্থান করে বিভিন্ন পাখি।তারা গাছের ছায়ায় বাসা বাঁধে,নিজের ও ছোট ছানাদের খবর সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ের জাম, পেয়ারা, জামরুল, লেবু, সবেদা গাছ থেকে। তাই আজ বসুন্ধরা দিবসে গাছে বার্তা ঝুলিয়ে দেওয়া হল এই ফল নয় তোমার, আমার, এই ফল তোমার আমার পাখি কাঠবেড়ালি সবার। অত্যধিক গরমে বিদ্যালয় হঠাৎ ছুটি পড়ে যাওয়ায় শিশুরা রইল বাড়িতে আর তাদের বন্ধু গাছে ছোটো ছোটো পাখিদের কলকাকুলিতে যে মুখরিত হয়ে থাকতো সারাক্ষণ, গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে ফুটিফাটা পুকুর,খাল বিল দেখা দিয়েছে পাখিদের পানীয় জলের অভাব।যার ফলে পরিবেশে যত্র তত্র দেখা যাচ্ছে হিট স্ট্রোকে পাখির মৃত্যু।এই ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে শিহরিত হয়ে শিশুরা বিদ্যালয়ের গাছে বেঁধে দিল জলের ভাঁড়। প্রতিজ্ঞা করল প্রত্যহ সকালে বিদ্যালয়ে এসে গাছে বেঁধে দেওয়া ভাঁড়ে জল দিয়ে যাবে। বসুন্ধরা দিবসের এই সামগ্রিক কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করে বিদ্যালয়ের বর্তমান – প্রাক্তন ছাত্র – ছাত্রীরা।বিদ্যালয়ের শিশুদের এই কার্যক্রমে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত শিশুদের এই পরিবেশ সচেতনতা ও উৎসাহে আপ্লুত ও আনন্দিত।ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের সভাপতি পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী ও সম্পাদক সুভ্রদীপ ঘোষ বিদ্যালয়ের শিশুদের নিয়ে এই কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানান।

বলিউড অভিনেতা রাহুল রায় এবার বাংলা সিনেমায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : বলিউডের অভিনেতা রাহুল রায় এবার প্রথম বাংলা সিনেমাতে। এই প্রথমবার বাংলা থ্রিলার অভিনয় করছেন তিনি। ছবির নাম মিহিরা। পরিচালনার দ্বায়িত্বে রয়েছেন পরিচালক বাবাই সেন। বলিউডের আশিক সিনেমায় সবার মন কেড়েছিলেন রাহুল। এবার বাংলা সিনেমাতে ভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। ছবির আরো একটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা খরাজ মুখার্জি। পুরোপুরি ভিন্ন লুকে ভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে রাহুল ও অভিনেতা খরাজকে। ছবির অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন সঞ্জয় বিশ্বাস, সজল বর্মন, কৃতি চক্রবর্তী, প্রদীপ বর্মন ও অন্যান্যরা। পাহাড়ের কোলে নর্থ বেঙ্গলে পুরো ছবির শ্যুটিং শুরু হবে। ছবিতে বেশ কয়েকটি গান থাকবে, তার মধ্যে একটি নাচের দৃশ্যও থাকছে। পরিচালক বাবাই সেন জানান, শ্যুটিং এই মাসের শেষে শুরু হবে। রাহুলের সঙ্গে ইতিমধ্যে সমস্ত কথা হয়ে গিয়েছে। আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে ছবিটা। ছবিটি মুক্তি পাবে প্রযোজক সজল বর্মন এর প্রযোজনায়। তত্বাবধানে রয়েছেন চিরাগ গ্রুপ অফ কোম্পানি। খুব তাড়াতাড়ি বড়ো পর্দায় আসছে মিহিরা।

REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I. NO. - 13709/66

আঁতস কাঁচে

পুরস্কৃত জয়ীরা

সদ্য সমাপ্ত কন্যাশ্রী কাপ প্রিমিয়ার বি'এর চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ এসএসবি স্পোর্টস ক্লাব ও দীপ্তি সংঘ এবং নার্সারি লিগ গ্রুপ এ চ্যাম্পিয়ন বরানগর স্পোর্টিং ক্লাব ও রানার্স আপ বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস একাডেমী দলকে পুরস্কৃত করল আইএফএ। এছাড়াও নার্সারি লিগ গ্রুপ বি এর চ্যাম্পিয়ন সোনারপুর ওয়াই এম এর ও রানার্স আপ মাইকেল নগর নেতাজি সংঘ পুরস্কৃত হয়। রোটারি সদনে আয়োজিত পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ অন্যরা।

ইন্ট্রিগিটি ওয়ার্কশপ

ফুটবল মাঠে ইন্ট্রিগিটি, ফেয়ার প্লে, ও খেলোয়াড় সুলভ মানসিকতা তুলে ধরার জন্য সমবেত উদ্যোগের প্রয়োজন। সে লক্ষ্যেই আসন্ন কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের সব ক্লাবকে নিয়ে এক ইন্ট্রিগিটি ওয়ার্কশপের উদ্যোগ নিল আইএফএ। ওয়ার্কশপটি পরিচালনা করবেন স্পোর্টস ল' বিষয়ক আইনজীবী নাটালিয়া ক্লার্ক। আগামী ৩০ এপ্রিল এই ওয়ার্কশপ হবে। প্রিমিয়ার ডিভিশনের ২৬টা দল অংশ নেবে।

অপেক্ষায় যুবভারতী

আইএসএলে যুবভারতীতে ফাইনাল খেলতে চাইলে ফাইনালের ছাড়পত্র পেতেই হবে সবুজ মেরুন ব্রিগেডকে। যদি ফাইনালে ওঠে মোহনবাগান তাহলে যুবভারতীতেই ফাইনাল। এফএসডিএল এক বিবৃতি দিয়ে জানায় ফাইনালিস্টদের মধ্যে যে লিগ টেবিলের ওপরের দিকে ছিল তাঁদের ঘরের মাঠে হবে ফাইনাল। অর্থাৎ যদি মোহনবাগান ফাইনালে ওঠে, তাহলে প্রতিপক্ষ নির্বিশেষে খেলা হবে কলকাতায়। যদি মোহনবাগান না ওঠে তাহলে বাকি দুই ফাইনালিস্টের মধ্যে যে দল লিগ পর্বে টেবিলের ওপরে দিকে শেষ করেছে, তাঁদের ঘরের মাঠে হবে ফাইনাল।

স্পেশাল ট্রেন

রাতে আইপিএল ম্যাচ শেষে সমর্থকদের বাড়ি ফেরার চিন্তা কমালো পূর্ব রেল। ২৯ এপ্রিল (কেকেআর বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস) এবং ১১ মে (কেকেআর বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স) খেলার শেষে থাকছে বিশেষ ট্রেন। এই দিনগুলিতে রাত ১১:৫০ মিনিটে একটি ১২ কোচের ট্রেন প্রিন্সেপঘাট থেকে ছেড়ে বারাসাত পৌঁছবে রাত ১ টায়। ওইদিনই অপর একটি ১২ কোচের ট্রেন মধ্যরাতে ১২:০২ মিনিটে বিবাদি বাগ থেকে ছেড়ে বারুইপুর পৌছবে রাত ০১:৩২ মিনিটে।

চাহালের ২০০

আইপিএলে প্রথম বোলার হিসেবে ২০০ উইকেট। অনন্য রেকর্ডের অধিকারী হলেন যুজবেন্দ্র চাহাল। মুম্বইয়ের ব্যাটার মহম্মদ নবীকে নিজের বলে নিজে ক্যাচ ধরে এই রেকর্ড করেন। যে কৃতিত্ব নেই আর কারোর। ২০১৩ সালে আইপিএল খেলা শুরু করা এই লেগ স্পিনারের মাইলফলক গড়তে ম্যাচ লেগেছে ১৫৩ টি। ১৮১ উইকেট নিয়ে লড়াইয়ে আছেন পীযূষ চাওলা। এর মাঝে অবশ্য ডোয়াইন ব্র্যাভো রয়েছেন। তাঁর উইকেট সংখ্যা ১৮৩।

কোহলির শাস্তি

ইডেনে ভাগ্য ভাল ছিল না কোহলির। নিজে বড়স্কোর করতে পারেননি। এর ওপর বিতর্কিত আউট ঘিরে আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে বড়সড় ফাইন হয়ে গেল বিরাটের। আইপিএলের কোড অব কন্টাক্ট ভঙ্গ করায় কোহলিকে তার ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। এমনিতেই নো বলের নিয়ম নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এখন বল ট্র্যাকিংয়ের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। কোহলি সেই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি।

ঘরের মাঠে ফল পাল্টে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি হাবাসের

সুমনা পাল

সেমিফাইনালের প্রথম লেগে হেরে ধাক্কা খেল সদ্য লিগশিল্ডজয়ী মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ওড়িশা এফসি'র বিরুদ্ধে তিন মিনিটের গোলে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হেরে মাঠ ছাড়ে তারা। ওড়িশা এফসি ২-১-এ প্রথম লেগ জিতে এগিয়ে। মোহনবাগানকে ফাইনালে উঠতে গেলে রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অন্তত দু'গোলের ব্যবধানে জিততে হবে। তারা এক গোলের ব্যবধানে জিতলে টাই ব্রেকারে খেলার নিষ্পত্তি হবে। সেমিফাইনালের প্রথম লেগে যে মোটেই ভাল খেলেনি তাঁর দল, তা স্বীকার করেই নেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হেড কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে চলতি আইএসএলের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে লিগশিল্ডজয়ী মোহনবাগানকে ২-১-এ হারায় ওড়িশা এফসি। তিন মিনিটের মাথায় গোল করে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও জয়ের হাসি মুখে নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি সবুজ-মেরুন বাহিনী। ফাইনালে যাওয়ার রাস্তা অবশ্য পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি তাদের। দ্বিতীয় লেগে যদি দু'গোলের ব্যবধানে জিততে পারে তারা, তাহলে ফাইনালে উঠতে পারে লিগশিল্ডজয়ীরা। এক গোলের ব্যবধানে জিতলে টাইব্রেকারে খেলার নিষ্পত্তি হবে। তবে ম্যাচ ড্র হলে বা ওড়িশা ফের জিতলে তারাই ফাইনালে উঠবে। তাই মোহনবাগানকে এই ম্যাচে জিততেই হবে। হাবাস প্রতিশ্রুতি দেন, সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে মোহনবাগানকে অন্য রূপে দেখা যাবে। হাবাস বলেন, 'আমরা ভাল খেলিনি। অনেক ভুল করেছে দলের ছেলেরা। এত ভুল করলে দল হিসেবে ভাল খেলা কঠিন হয়ে পড়ে। লিগশিল্ড জয়ের পর সম্ভবত আমাদের একটু গা ছাড়া ভাব এসে গিয়েছিল। এটা স্বাভাবিক। সেমিফাইনালে জিততে গেল একশো শতাংশ দিতেই হবে। তবে আমার মনে হয় কলকাতায় এই ফল বদলানোর ক্ষমতা আমাদের আছে'। মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে লিগের শেষ ম্যাচে যে রকম অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছিল সবুজ-মেরুন বাহিনী, প্রথম লেগে তার ধারেকাছেও ছিল না তাদের পারফরম্যান্স। দলের নির্ভরযোগ্য সদস্যরাও এ দিন ছন্দে ছিলেন না। সে কথা স্বীকার করে হাবাস বলেন, 'দলের কোনও ফুটবলারই সে সাদিকু বলুন, কাউকো বলুন আমাদের কোনও খেলোয়াড়ই তাদের সেরাটা দিতে পারেনি। যার জেরে এই ফল হয়েছে। পরের ম্যাচে সম্পুর্ণ অন্য মোহনবাগানকে দেখা যাবে। এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি'। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়, মোহনবাগানের প্রাক্তন তারকা রয় কৃষ্ণা কার্যত একাই লন্ডভন্ড করে দেন প্রতিপক্ষের রক্ষণ। তাঁর সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে চাননি সবুজ-মেরুন কোচ। শুধু বলেন, 'রয় এখন আর মোহনবাগানের খেলোয়াড় নয়, ও এখন ওড়িশার খেলোয়াড়। তাই ওর সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। ও আজ ভাল খেলেছে, এটুকুই বলব শুধু'। দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় হলুদ তথা লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় আলবানিয়ার ফরোয়ার্ড আর্মান্দো সাদিকুকে। এই প্রসঙ্গ উঠলে কোচ বলেন, 'আমাদের দলের অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের কঠিন সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। কারণ, দলের জুনিয়ররা ওদের থেকেই শেখে। তবে খেলায় যদি বারবার বিরক্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়, তা হলে মেজাজ ধরে রাখাটাও কঠিন হয়। তবে আমাদের এখন পরের ম্যাচে ফোকাস করতে হবে এবং ম্যাচটা জিততেই হবে'।

জেলায় জেলায় টক্কর

আইপিএলের ধাঁচে খেলা হল দক্ষিণ বারাশতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: বাঙালির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ফুটবলের নাম। বর্তমানে কিছুটা হলেও এই খেলাধূলা কমে গেছে। ক্রিকেট জনপ্রিয়তা নজর কেড়েছে। যেন গোটা একটা আইপিএল খেলার আয়োজন। আইপিএলের ধাচে গ্রামীণ ক্রিকেট খেলাতে চার মারুক বা আউট হোক বেজে উঠছে গান আর তার সঙ্গে নাচতে দেখা গেল চিয়ার লিডারকে। হ্যাঁ এমনই খেলা হয়ে গেল গত রবিবার রাতে জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশতে মামা ভাগ্নে ক্লাবের সুদক্ষ পরিচালনায়।

এদিন ১৬টি ক্রিকেট দলের টুর্নামেন্টে। শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনা নয়, অন্যান্য জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশগ্রহণ করে। মঞ্চ বেঁধে হাজির করানো হয়েছে চিয়ার লিডারদের। মাঠে দর্শকদের উদ্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মত। আয়োজকদের সূত্রে জানা গেল, এই সমস্ত গ্রামীণ এলাকার মানুষের মাঠে গিয়ে টিকিট কেটে খেলা দেখার মত সামর্থ্য নেই। এখন আইপিএলের মরসুম চলছে। আর মানুষ এখন টিভির ধাঁচে খেলা দেখতে চায়। তাই ধরনের খেলার আয়োজন করা হয়েছে এবারে।সারা রাত্রি ধরে এই খেলা হয়। এছাড়াও দর্শকদের আকর্ষণ করতে সুদূর মুর্শিদাবাদ থেকে এই যুবককে আনা হয়েছে খেলা কমেন্ট্রি করার। তিনিও টিভির মতন কমেন্ট্রি স্বাদ দিয়েছেন আইপিএলের।

টি২০ বিশ্বকাপে বিরাট-রোহিত জুটি ওপেনিংয়ে দেখতে চান সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : টি২০ ক্রিকেটে যতই তারুণ্যের জোয়ার বয়ে যাক, পুরোনোতেই আস্থা রাখতে চান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। টি২০ বিশ্বকাপ দলে তাই তাঁর অটোমেটিক চয়েস বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। এই দু'জনকেই ওপেনে দেখতে চান বাংলার মহারাজ। তাঁর সাফ কথা, 'আমি চাই টি ২০ বিশ্বকাপে কোহলিরই ওপেন করা উচিত রোহিতের সঙ্গে। এই মেগা আসরে দ্রুত রান তুলতে হবে দলকে। ভারতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভয় ছাড়াই খেলা।' ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক আরও বলেছেন, 'কোহলি থাকলে দলের আস্কিং রেট ভাল হবে। রোহিত তো এমনিতেই চালিয়ে খেলে, বিরাট সঙ্গী হলে রোহিতও খোলা মনে খেলতে পারবে।' এখন দেখার, নির্বাচকরা কীভাবে বিশ্বকাপের জন্য দল গঠন করে। তবে আইপিএলে বিরাট কোহলির যা পারফরম্যান্স, তাতে তাঁর জায়গা নিশ্চিতই প্রায়। বেঙ্গালুরুর হয়ে ইনিংস ওপেন করছেন কোহলি। টি২০ বিশ্বকাপেও তাঁকে রোহিত শর্মার সঙ্গে ওপেন করার পরামর্শ দিয়েছেন সৌরভ। এবারের আইপিএলে ৩৭৯ রান নিয়ে কোহলি রান সংগ্রাহকদের তালিকায় শীর্ষে থাকলেও তাঁর স্ট্রাইক রেট নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ১৫০.৩৯ স্ট্রাইক রেট টি২০তে খারাপ নয়। কিন্তু এবারের আইপিএলে যেরকম রান-উৎসব দেখা যাচ্ছে, হেড—হেইনরিখ ক্লাসেনদের মতো প্রতিষ্ঠিত তারকারা কিংবা অভিষেক শর্মা—জেইক ফ্রেজার ম্যাগার্কদের মতো তরুণেরা যেভাবে ব্যাট হাতে 'মহাপ্রলয়' বইয়ে দিচ্ছেন, সে তুলনায় কোহলির স্ট্রাইক রেটকে কমই বলতে হচ্ছে। তাঁর রানও দলের তেমন কাজে দিচ্ছে না। ৮ ম্যাচের ৭টিতেই হেরে লিগ পর্ব থেকে বিদায়ের প্রহর গুনছে বেঙ্গালুরু। তবে সৌরভ মনে করেন, কোহলির ৪০ বলে সেঞ্চুরি করার সামর্থ্য আছে। এ মুহূর্তে আইপিএলের আরেক ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালের পরিচালকের দায়িত্বে থাকা সৌরভ বলেছেন, 'বিরাট কোহলির ৪০ বলে সেঞ্চুরি করার সামর্থ্য আছে। ওকে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে হবে, প্রথম বল থেকেই মারতে হবে।' টি২০ বিশ্বকাপে ভালো করতে হলে ভারতকে কী হবে, সেই পরামর্শ নাকি এখনকার প্রধান কোচ ও নিজের সাবেক সতীর্থ রাহুল দ্রাবিড়কে আগেই দিয়েছেন সৌরভ, 'টি২০ ক্রিকেটে ভারতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভয়ডরহীন খেলা। অস্ট্রেলিয়ার গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে কথাটা আমি রাহুল দ্রাবিড়কেও বলেছি। ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ অনেক লম্বা।

১৭ বছরেই আনন্দকে টপকালেন গুকেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বয়স এখনো ১৮ হয়নি। ছোট এই বয়সেই বড় এক কীর্তি গড়ে ফেলেছেন তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের ডোমারাজ গুকেশ। এই বয়সেই 'শতরঞ্জ কি খিলাড়ি' হয়ে উঠলেন গুকেশ। সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসাবে কানাডার টরন্টোয় ক্যান্ডিডেটস দাবা টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। তাতে কিংবদন্তি গ্যারি কাসপারভের পুরনো রেকর্ডও ভেঙেছে। ২০১৪ সালে ভারতীয় কিংবদন্তি দাবাড়ু বিশ্বনাথন আনন্দের পর দ্বিতীয় ভারতীয় দাবাড়ু হিসাবে ক্যান্ডিডেটস জিতলেন গুকেশ। আনন্দ যখন জেতেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৪৫ বছর। রাশিয়ার কিংবদন্তি দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভ ২২ বছর বয়সে ক্যান্ডিডেটস দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য শেষ রাউন্ডে ড্র প্রয়োজন ছিল। তাতে ফাইনাল রাউন্ডে কালো ঘুঁটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গ্র্যান্ডমাস্টার হিকারু নাকামুরার সঙ্গে ড্র করেন গুকেশ। মোট ১৪ রাউন্ডের প্রতিযোগিতার পর তিনিই সেরা হন। আন্তর্জাতিক চেস ফেডারেশনের আয়োজনে এই টুর্নামেন্ট মূলত হয় বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বী বের করার জন্য। ক্যান্ডিডেট টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়নই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের শিরোপা জন্য চ্যালেঞ্জ জানান বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে। ১২ বছর ৭ মাস ১৭ দিন বয়সে গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়া গুকেশ এ বছরের শেষে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য লড়বেন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চিনের ডিং লিরেনের বিপক্ষে। এখনো সেই লড়াইয়ের ভেন্যু এবং সূচি ঠিক হয়নি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চ্যালেঞ্জ জানাতে যাওয়া সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু গুকেশ। এমন কীর্তির পর বিশ্বের তৃতীয় সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার গুকেশ অভিনন্দন পেয়েছেন প্রাক্তন ক্যান্ডিডেট চ্যাম্পিয়ন আনন্দের কাছ থেকে। এক্সে এক বার্তায় আনন্দ লিখেছেন, 'সর্বকনিষ্ঠ চ্যালেঞ্জার

হওয়ার জন্য গুকেশকে অভিনন্দন। তোমার কীর্তিতে ডব্লুএসিএ চেস (ওয়েস্টব্রিজ আনন্দ চেস একাডেমি) পরিবার গর্বিত। যেভাবে তুমি খেলেছ আর কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছ, আমি ব্যক্তিগতভাবেও তোমাকে নিয়ে গর্বিত। মুহূর্তটা উপভোগ করো।' নাক, কান ও গলার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বাবা এবং অণুজীববিজ্ঞানী মায়ের সন্তান গুকেশের দাবায় হাতেখড়ি ৭ বছর বয়সে। ২০০৬ সালের ২৯ মে পৃথিবীর আলো দেখা গুকেশ দাবায় হাতেখড়ির ২ বছরের মধ্যেই প্রথম শিরোপা জেতেন। ২০১৫ সালে জেতেন অনূর্ধ্ব-৯ এশিয়ান স্কুল চেস চ্যাম্পিয়নশিপ। এর ৩ বছর পর ২০১৮ সালে বিশ্ব ইয়ুথ চেস চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে জেতেন সোনার পদক। আর ২০২২ সালে হাংজুতে এশিয়ান গেমসে ভারতের হয়ে জেতেন রুপার পদক। ২০২২ সালেই আরেকটি কীর্তি গড়েন গুকেশ। সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে তিনি হারিয়ে দেন ম্যাগনাস কার্লসেনকে। পরে কার্লসেন হয়েছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

প্যারিস অলিম্পিকের ছাড়পত্র পেলেন প্রতিবাদী ভিনেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় কুস্তিতে দীর্ঘদিন ধরে চলেছে ডামাডোলের পরিবেশ। কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণশরণ শর্মার বিরুদ্ধে মহিলা কুস্তিগীরদের যৌন হেনস্থার গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল। সেনিয়ে তোলপাড় হয় কুস্তির জগত। এরপর গঙ্গা দিয়ে বহু জল গড়িয়ে গিয়েছে। সামনেই রয়েছে প্যারিস অলিম্পিক। এই আন্দোলনের ফলে এই গেমসে ভারতীয় কুস্তি প্রভাবিত হবে কিনা তা নিয়ে এক সন্দেহ ছিল। তবে সেই সন্দেহকে একেবারে ফুৎকারে উড়িয়ে দেন তিন ভারতীয় কুস্তিগীর। আন্দোলনকারীদের নেতৃত্ব দানের অন্যতম মুখ ভিনেশ ফোগাট, অনসু মালিক এবং রীতিকা হুডা প্যারিস অলিম্পিক গেমসের যোগ্যতা অর্জন করেন। অলিম্পিক গেমসে ভারত তার কোটায় এখন পর্যন্ত চারটি জায়গা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এশিয়ান অলিম্পিক কোয়ালিফায়ার্সের আসর বসেছে কিরগিজস্তানে। সেখানে বিসখেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই আসর। আর সেখান থেকেই ভারতের তিন কুস্তিগীর নিশ্চিত করেছে অলিম্পিক। এই তিন ভারতীয় কুস্তিগীর অনবদ্য ফর্মে ছিলেন। তাদের নিজ নিজ বাউটে তারা কার্যত

দাঁড়াতেই দেননি তাদের প্রতিপক্ষকে। বিসখেকে প্রতিটি ওজন বিভাগে দুটি করে কোয়ালিফিকেশন স্পট ছিল প্যারিস অলিম্পিকে যাওয়ার। সেখানেই বাজিমাত করলেন তিন ভারতীয় কুস্তিগীর। প্রসঙ্গত গত বছর প্যারিস অলিম্পিক গেমসের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন অন্তিম পাঙ্ঘাল। এবার আরও তিন ভারতীয় সেই কৃতিত্ব অর্জন করলেন। মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগে ভিনেশ ফোগাট জয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর অভিযান শুরু করেন। তিনি টেকনিক্যালি এগিয়ে থাকার কারণে জয় পান। কুস্তির পরিভাষায় যাকে বলে ভিক্টরি বাই ফল পান ভিনেশ। প্রথম দুই রাউন্ডে এক পদ্ধতিতে জিতে তিনি যান সেমিফাইনালে। সেমিফাইনালেও তিনি কাজাকিস্তানের লরা গানিকজিকে ১০-০ ফলে হারিয়ে দেন।

'সপ্তসিন্ধু' থেকে পিএইচডি : জোড়া লক্ষ্যে অবিচল সায়নী দাস

দেবাশিস রায়: 'সপ্তসিন্ধু' অতিক্রমের নেশা থেকে শুরু করে স্পোর্টস এনথ্রোপলজি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভের প্রয়াস। একধারে বিশ্ব সাঁতারু জগতে দেশের নাম উজ্জ্বল করার তীব্র বাসনা অন্যধারে উচ্চশিক্ষালাভের অদম্য ইচ্ছা।মধ্যবিত্ত পরিবারে যা কানায় কানায় পূরণ করা এককথায় কঠিন চ্যালেঞ্জ।অথচ তরুণ বয়সের মধ্যেই এই জোড়া লক্ষ্যপূরণে অবিচল কালনার 'জলপরী' সায়নী দাস। ২৭ এপ্রিল ২৭ বছরে পা দেওয়ার আগেই তাঁর এমনতর দুর্দমনীয় দুঃসাহসী মনোভাবকে অনেকেই কুর্নিশ জানিয়েছে।আলিপুর বার্তা পত্রিকার তরফ থেকেও তাঁর কালনার বাড়িতে গিয়ে সায়নীকে জন্মদিনের আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে পরবর্তী লক্ষ্যগুলির সাফল্য কামনা করা হয়েছে।ইতিমধ্যেই দেশের গর্ব সায়নী দাস 'সপ্তসিন্ধু'র অন্যতম নর্থ চ্যানেলটি জয়ের লক্ষ্যে আগামি ২ আগস্ট রওনা হচ্ছেন।তারপর সুযোগ বুঝে ৫-২০ আগস্টের মধ্যে কোনও এক সময়ে তাঁকে ফের উথালপাথাল সমুদ্রের হিমশীতল নীল জলরাশিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নর্থ চ্যানেল জয়ের জন্য।এজন্য এখন থেকেই নিরন্তর অনুশীলন চলছে।২ এপ্রিল নিউজিল্যান্ডের 'বিপজ্জনক' কুক স্ট্রেইট অতিক্রম করার পরপরই তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য স্থির হয়ে যায়।কুক স্ট্রেইট জয়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই মাত্র সাড়ে চার মাসের ব্যবধানে আরও এক দুস্তর পারাবার অতিক্রম করার চ্যালেঞ্জ নিঃসন্দেহে আরও একটা দুঃসাহসী পদক্ষেপ সায়নীর। ১১ এপ্রিল গভীর রাতে পূর্ব বর্ধমানের কালনা শহরের বাড়িতে ফেরার পর দিনকয়েক বিশ্রাম নিয়েই তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য পূরণের জন্য কার্যত

বিশ্ব সাঁতারুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা আলিপুর বার্তা'র

ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বিশ্ব সাঁতার জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী কন্যা ভারতের গর্ব সায়নী দাস।কুক স্ট্রেইট অভিযানের পরদিন বিকেলে নিউজিল্যান্ডের আইল্যান্ড বে'য় তিনি বাবা রাধেশ্যাম দাস এবং মা রূপালি দেবীকে সঙ্গে নিয়ে দেশের জাতীয় পতাকা হাতে সেলিব্রেশনে মেতে উঠেছিলেন।সেখান থেকেই সেদিন রাধেশ্যামবাবু এবং সায়নী আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন 'সপ্তসিন্ধু'র অন্তর্গত নর্থ চ্যানেল অভিযান পরিকল্পনার কথা।তরুণ বয়সেই 'সপ্তসিন্ধু'র চারটি সহ মোট পাঁচটি চ্যানেল জয় করে তাক লাগিয়ে দেওয়ায় সায়নী দাস ইতিমধ্যেই বিশ্ব সাঁতারু জগতে জোর চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছেন।তবে, 'সপ্তসিন্ধু'র সবচেয়ে 'বিপজ্জনক' প্রণালী হিসেবে চিহ্নিত কুক স্ট্রেইট জয় করার পর সায়নীর আত্মবিশ্বাস বহুগুন বেড়েছে।সেই বিশ্বাসে ভর করেই পরবর্তী পদক্ষেপগুলি একে একে সম্পূর্ণ করতেও তিনি বদ্ধ পরিকর।একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউজিল্যান্ডের প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই শেষপর্যন্ত কুক স্ট্রেইট জয়ের মুকুট উঠেছে তাঁর মাথায়। এবার 'সপ্তসিন্ধু' জয়ের লক্ষ্যে সায়নীকে আর মাত্র তিনটি প্রণালী (নর্থ চ্যানেল, জিব্রাল্টার স্ট্রেইট এবং সুগারু স্ট্রেইট) অতিক্রম করতে হবে।তিনি ২০১৭ সালে ইংলিশ চ্যানেল, ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার রটনেস্ট, ২০১৯ সালে আমেরিকার ক্যাটালিনা চ্যানেল, ২০২২ সালে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মলোকাই চ্যানেল জয় করেছেন।এবারে কুক চ্যানেলও তাঁর কাছে মাথা নোয়ালো।২৩-১৪৫ কিলোমিটার চওড়া এবং ১২৮ মিটার গড় গভীরতার অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এই কুক চ্যানেল।কনকনে আবহাওয়ায় উথালপাথাল ঢেউ, মাঝমধ্যেই বৃষ্টিপাতের হ্যাপা আর পদে পদে সামুদ্রিক একাধিক জীবের আক্রমণের আশঙ্কা মাথায় নিয়ে সায়নীকে কুক চ্যানেলটি জয় করতে হয়েছিল।এটির সংকীর্ণ অংশটুকুর মধ্যে ২৯.৫০০ কিলোমিটার সাঁতরে অতিক্রম করতে তাঁর সময় লেগেছিল ১১ ঘণ্টা ৫১ মিনিট।তাঁর পাশাপাশি আরও দুই দেশের এক মহিলা সহ দুজন সাঁতারু এদিন কুক চ্যানেলটি অতিক্রম করতে সফল হন।'Oceans seven' অর্থাৎ বঙ্গের সাঁতারুদের কাছে যা 'সপ্তসিন্ধু' নামে পরিচিত। বিশ্বব্যাপী সুদীর্ঘ সাত-সাতটি উথালপাথাল জলরাশির সমাহার। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ জলভাগের বুকে সৃষ্ট ক্যাটালিনা চ্যানেল, মলোকাই চ্যানেল, নর্থ চ্যানেল, ইংলিশ চ্যানেল, জিব্রাল্টার স্ট্রেইট, সুগারু স্ট্রেইট এবং কুক স্ট্রেইট মিলে পরিচিত এই 'সপ্তসিন্ধু' সাঁতারুদের প্রতিক্ষণ হাতছানি দিয়ে ডাকে।২০২৬ সালের মধ্যেই সেই 'সপ্তসিন্ধু' জয়ের লক্ষ্যে দূরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছেন 'জলপরী' সায়নী দাস।এবারে তাঁর জয়ের লক্ষ্য উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের উত্তর-পূর্ব অংশ এবং স্কটল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের মধ্যবর্তী নর্থ চ্যানেল। আইরিশ সাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্তকারী এই নর্থ চ্যানেলটির প্রশস্ত অংশটুকু ১৯-৩২ কিলোমিটার। ২১ জুলাই দুপুরে কালনার বারুইপাড়ার বাড়িতে বসে সায়নী দাস আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন তাঁর জীবনের চড়াই উৎরাইয়ের নানান কথা। পড়াশোনা থেকে শুরু করে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক জগৎ সবেতেই নজরকাড়া সাফল্য লাভ। শৈশবেই তিনি ভাগীরথী গর্ভে ১০ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতায় যেদিন সকলের নজর কাড়েন। তারপর একে একে জেলা, রাজ্য, জাতীয় স্তরে অসংখ্য সাঁতার প্রতিযোগিতায় নিজেকে নানাভাবে মেলে ধরা। অবশেষে সাঁতার প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি।বর্তমানে বিশ্বজুড়ে 'ওপেন ওয়াটার স্যুইমিং' চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই সায়নীর প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে।সায়নী বলেন, সপ্তসিন্ধুর প্রতিটি চ্যানেলই অতিক্রম করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।সাঁতারুরা যেকোনও মুহূর্তে জীবন সংশয়ের মতো ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে।একেকটা চ্যানেল জয়ের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার আগে আমাকে নির্দিষ্ট বন্ডে সই করে দিতে হয়।এবার নর্থ চ্যানেল জয়ের লক্ষ্যে আমরা ২ আগস্ট রওনা হব।প্রথমে লণ্ডন পৌঁছতে হবে।তারপর নির্দিস্ট গন্তব্যে পৌঁছে গিয়ে অনুশীলন করব।আবহাওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি অনুযায়ী ৫-২০ আগস্টের মধ্যে নর্থ চ্যানেল জয়ের লক্ষ্যে নামতে হবে। সায়নী বাবা রাধেশ্যাম দাস বলেন, নর্থ চ্যানেল জয়ের লক্ষ্যে সায়নীর প্রস্তুতি চলছে।একইসঙ্গে স্পোর্টস এনথ্রোপলজি বিষয়ে পিএইচডি'র জন্য যথারীতি ওর পেপার্স সাবমিট করার কাজও চলছে।এই দুই ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করা ওর একমাত্র লক্ষ্য।

সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষায় সায়নীকে নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালনা ২ নম্বর ব্লকের বন্দেবাজ গান্ধী স্মারক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষায় কালনার জলকন্যা সায়নী দাসকে নিয়ে প্রশ্ন। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রণব বিশ্বাস বলেন, সায়নী দাস এখন বিশ্ব বিখ্যাত একজন সাঁতারু। ও সদ্য নিউজিল্যান্ডের কুক স্টেইট চ্যানেল সাঁতরে ভারত তথা কালনার নাম উজ্জ্বল করেছে। ওরা আগে এই গ্রামেই বসবাস করত। এখানে সে পড়াশোনা করত। তাই এই সুযোগ হাতছাড়া না করে আমাদের বিদ্যালয়ের প্রথম পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়ন ২০২৪ সালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষায় আমরা সায়নী দাস কে নিয়ে প্রশ্ন রেখেছিলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রশ্নে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল সাম্প্রতিককালে কুক প্রণালী পার করেছেন কোন সাঁতারু? অপশন হিসেবে ক) বুলা চৌধুরী, খ) সায়নী দাস বলা হয়েছিল। সকলেই প্রায় সঠিক উত্তর দিয়েছে। আর তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষায় প্রশ্ন রাখা হয়েছিল ২০২৪ সালে মার্চ মাসে ভারতের কোন মহিলা সাঁতারু কুক প্রণালী অতিক্রম করেছে? এক্ষেত্রেও সকলেই সঠিক উত্তর দিয়েছে। ৩০ মিনিটের এই পরীক্ষায় পূর্ণমান রাখা হয়েছিল ১০ নম্বর।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com